

PRINTED BY STEADMAN GHOSE.

# পুস্তক

রসবতীর রূপ দর্শনে রূপের সাধুর মুখ	৩
রসবতীর পতি পুজা	৮
রূপধরের চেতন	৬
রূপধরের জ্যোতিষ দেখে বৈশেষ রাজবাণী গমন	১০
রসবতীর সজ্জা	১৪
দাম্পত্য রূপে রূপধরের রাজবাণী গমন	১৭
রূপধরকে ছেড়িয়া রসবতীর বিবাহ বিয়া	২০
ইন্দ্রের মাতলু ও কুর	২১
কুলদ্বার মনসা ও মতলু কোলে গা	২২
উভয়েই নিয়া, ও দাম্পত্য রূপধর মতলু মুখ	২৪
দাম্পত্য রূপ ও স্বদেশ গমন	২৫
অভ্যুত্তি বর্ণনা	২৮
রসবতীর নিয়া কুর ও পতি আনিতে দাম্পত্য রূপ	৩১
নীলকান্তের রূপ ও ইতি স্বদেশ গমন ও শ্রিত্য গমন	
দাম্পত্য ও শ্রিত্যর খেঁড়িত্য দাম্পত্য মতি ও মত	
শ্রিত্য ও স্বদেশ হিঁড়ে গমন	৩৩
মতলু ও স্বদেশ	৩৪
দাম্পত্যর নিগমন ও দাম্পত্য ও স্বদেশ গমন	৩৫
দাম্পত্যর অভাবে তদীয় রাজবার কুলদ্বার আভিষ্কা	৩৭
নীলকান্ত ও রসবতীর কুলদ্বারের তুল্য প্রভ	৩৮
পরম স্বদেশের দাম্পত্যর বিবাহ ও কুর	৩৯
পুস্তক সমাপ্ত	৪০



## ভূমিকা ।



এই জন্ম মৃত্যু পরিবর্ত্তিমা জগতে আর অনেকই  
 ১) জন্মবশতঃ বালিকাদিগকে বিদ্যা শিক্ষার মুক্তিভূত কারণ  
 আর হলাদি সুবর্ণাবলী ভূষাতে ভূষিতা না করিয়া কেবল  
 সুবর্ণাবলী ভূষাতে ভূষিতা করিয়া সেই সুবর্ণালতাদিগ-  
 কে বিবর্ণলতা পাশে বদ্ধ করিতে বাধ্য হইলেন। অর্থাৎ  
 বর্ণ শঙ্কর সম্বাদনের সম্বাদক হইয়া অপূৰ্ণ গন্ধিন্দ্র যে  
 পূৰ্ণকুল তাহা সন্ম প্রকারে খল করেন। ইহার ন্যায়  
 ২) বালিকারা শৈশবাবস্থার বিদ্যাভ্যাস বিরহে অবিদ্যা  
 ৩) প্রসূক্ত যৌবনাবস্থার নন্দিতে অবিদ্যা অর্থাৎ স্ত্রীর পতি  
 ৪) পরিহরি উপপতি প্রতি প্রতি করিয়া ব্যভিচারিণী  
 হইয়া ঘৃণা জনক হইলেন। অতএব উক্ত তরুণা দিগকে  
 নানা বর্ণালঙ্কার ভরণী তরুণা নানা করিয়া মানা বর্ণাল-  
 ৫) ঙ্কার ভরণী তরুণী করাই বৃক্ষগণের শ্রেয়ঃ। আর বিল-  
 ৬) ক্ষণ উপলব্ধি হইতেছে যে বিদ্যারূপ রত্নাকর রত্নাকর  
 অপেক্ষা সহস্র গুণে উৎকৃষ্ট কেননা রত্নাকরে নগ্ন মুক্তা

ঐশালাদি বিবিধ অমূল্য রত্নও আছে এবং শক্তি সম্বন্ধে  
 কাঁদি নানা বিধ অমূল্য রত্নও আছে । কিন্তু বিদ্যারত্নাকরে  
 অমূল্য রত্ন বার্তীত অমূল্য রত্ন নাই । আর রত্নাকরে  
 অমৃত হলোহল উভয়েরি উদ্ভব হইয়াছিল । কিন্তু বিদ্যা  
 রত্নাকরে অমৃত ভিন্ন অন্য উৎপন্ন কদাচ হইতে পারে  
 না । এবং রত্নাকর হইতে উদ্ভূত যে জ্যোতির্মধাচারি  
 চন্দ্র তাঁহা কতক কেবল বাহ্য তামস বিনালকে পায় ।  
 কিন্তু অহরহ নয় এবং তিনি দুই পক্ষাবলম্বী ও পক্ষ  
 পাতী । কিন্তু বিদ্যারত্নাকর হইতে উদ্ভব যে জ্ঞানচন্দ্র  
 তিনি বিনা পক্ষপাতে রাজ্যস্থাস্থরস্ উভয় তামসকেই  
 অহরহ বিমর্ষ করেন এবং অসংখ্য রসি দ্বারা জগদু-  
 জ্জ্বলা হইয়া চতুর্দশ মার্গ দশাইতে জনগণের হৃদয়াকাশে  
 বিরাজমান করেন । অতএব এতাদৃশ যে বিদ্যারত্ন ইচ্ছা  
 স্রোতঃ দিগকে ব্যক্তি করিয়া যে আপনাদি সঞ্চিত করণে  
 ব্যস্ত হইতে কি কিঞ্চিৎ দয়াও হয় না । হাব্য এবং  
 জাম্ববন্তের বিষয় । কেননা যথায় বিদ্যাভাব তথায়  
 কেননা জ্ঞানের প্রাদুর্ভাব, অতএব যে বিবেক বাহক  
 চিন্তনগেরা আপনাদিগের বিবেচনার অধীনে ও আপন  
 পানিপট পুরসের নিবেদন করিতেছে যে উক্ত বালিকা  
 দিগকে বিদ্যা শিক্ষায় নিযুক্ত করিতে যুক্তি যুক্ত হউন,  
 কেননা উক্ত বালিকারা বিদ্যাবতী হইলে পরমাত্মাদে  
 পতিব্রতা হইয়া পরম সুখে পরম পরাৎপর পরমেশ্বর  
 লাভ হইতে পারিবেন । যেহেতুক স্বামী প্রীতি প্রীতি  
 সন্তোষ হইলে, জনক স্বামীর প্রীতি প্রীতি হইলে  
 সন্তানরা এ বিবরের উদাহরণ অন্য এ বৈদ্য বিবিধ সূত্র  
 গণের অনুমত্যানুগারে নানা শাস্ত্র আকর্ষণ পুরঃসর এই

## ভূমিকা ।

অজিতব সঙ্কীর্ষ সুখানিছু নামক গুরু প্রকাশ করিতেছে ,  
যে রসবত্তী নামী নারী বিদ্যাবত্তী প্রায় বিদ্যাবত্তী হইয়া  
পতিকণ কণধর শাধুর দূর বিড়ম্বনা হইতে সত্যিক  
দুর্ঘোস্তি করিয়া স্বপতি সহিতে তত্ত্ব জ্ঞানের উত্তম মন্ত  
হইলেন । বিদ্যাগোলাহী বন্দোরা এই গুরুত্বের বর্গ বিনা-  
সের বিনাশ দোষে রোষ যুক্ত না হইয়া নীর ভ্যাগী  
জীরগাহী মবালবত মদীয় দোষ গুণ যুক্ত এই গুরুত্ব  
দেখা ভাগী হইয়া শুদ্ধ মহাশয়েরা স্বপ্তনে এই নিষ্ঠ-  
ণের স্তনে আবদ্ধ অযুক্ত দোষ দূরিকরণ করণক গুণগুহণ  
করিলে মহতত্ত্ব মহত্ত্ব মহা মস্তকে সুপ্রকাশ পাটবেক  
বিমদিত জ্ঞানোতি ।



পর্যায়। নম হে সন্ধিদানন্দ জামন্দ নিধান। বেদে  
কয় জ্যোতির্ময় জগত প্রদান ॥ প্রতি স্মৃতি অনুমতি  
অনুকূল করে। একমের অবিভীত এতিন সংসারে ॥  
নৈরাসিক ঐক্যিক গৌরীমা বেদান্তে। মাছু গাতুল্লস  
সবে সদা সেই চিন্তে ॥ নানা কপোপনিষদ নানা শাস্ত্র  
মতে। নানা স্থানে নানা ভাষে তব কল্পনাতে। পৌরাণ  
পুরান খেদ গুণপ গঠনে। কত তত্ত্বে বাক্যবস্ত্র মত্তের  
পঠনে ॥ বিবিধ নৈবিদ্য বান্য বধ্য পশু জাদি। দান  
সুত্রে ধন পুঞ্জ চাহে নেত্রে মুদি ॥ অকপটে ঘটে পটে  
বটে বটে সার। একপে গুণপ তব স্বরূপ সাকার ॥ তব  
বেলা চিন্তে কিছু নিত্য নিরাকার। নিলা গু জগত ব্যাধ  
সত্য সারসার ॥ সত্য রক্ত স্তম্ব আদি তিগুণ প্রকাশ।  
কৃপায় সকলি পায় সৃষ্টি স্থিতি নাশ ॥ ক্ষিত্যপ্তেজ মরু  
ধ্বম এই পঞ্চ ভূতে। চেতনাচেতন হয় তোমার কৃপা-  
তে ॥ আদিতাদি আদি নবগুহ যারে কয়। তোমার  
আজায় সবে স্থায় কর্মে রয় ॥ অশ্বিনী আদি নক্ষত্র তব  
আজাধীনে। নিয়মে সাধেন কাহা থাকিয়া গগনে ॥ হে  
জগদীশ্বর তব অনুকম্পা বলে। অচল সচল সহ মহীতল



চলে ॥ বিশ্ব রক্ষা হেতু নুপ গেলু কতু হয় । তব তব  
 অর্থে মতে পরিঘটে রক ॥ কল কলকির বর্ম অরম  
 অরমি । রাশী পক্ষ ক্রিয় বাম দণ্ড পল আদি ॥  
 কাষ্ঠ । কলা অনুপল বিশল প্রভৃতি । গহ্বারাত করে তব  
 আচ্ছা করে স্মৃতি ॥ কীটাদি পতঙ্গ যক্ষ রক্ষ পক্ষ নক্ষ ।  
 বানর কিম্বদ নর দেবতা গন্ধর্ব ॥ আর মুনি হুবি আদি  
 যত মহাজন । তোমার কৃপায় সব বুধের ভাজন ॥ তুমি  
 তরু লতা গগন প্রধরানুশ্রব ॥ তোমার সঙ্গিছ কলি  
 দ্বীয় কল ফুলে ॥ কপ আদি সমস্ত রক্ষী জনকিবিদ্যন্ত ।  
 রক্ষিতে তরঙ্গ তার হয় অবিরত ॥ কে বলে হারিতে কারি  
 মণ্ডলান করো তব প্রেমে আচ্ছাদিত বদন ॥  
 তোমার মহিমা শুনে যত জনচক্রে ॥ জনকি হইয়া বস  
 সেই জলে চরে ॥ কে বলে কেবল বৃদ্ধি রিষ্টি নাশ  
 হুইবে । তা নয় কান্দয়ে মেঘ । তব প্রেমভরে ॥ এইরূপে  
 জগতের কতক ব্যাপার । ইহাতে কেবল তব করুণা  
 প্রচার ॥ সরি মুলাধার । ওহে নক্ষ অক্ষা তুমি । অরম  
 মণ্ডলাকার নক্ষতৃত্ব আমি ॥ আমি ক্ষুদ্রাত্মি কি হুগিব বর্ণ  
 হারি ॥ বর্ণনা হুগিতে হে বর্ষ বর্ণ হারি ॥

## ঐশ্বর্যভূঃ ।

ত্রিপুরী । গঙ্গার নগরে যান, মহারাজ ধনধান্য  
 সঞ্চয়ী নামে ডাকা তাঁর । ঐশ্বর ইচ্ছার কন্যা, পাইল  
 ত্রিলোকধন্য, ত্রিপুররাজ আনন্দে অপার । দিনরাত  
 কলা, বৃদ্ধি পায় রাজ্যমালা, ক্রমে শিল্পে বিদ্যা নানাবিধ  
 দেখি তারে বিদ্যাবতী, মনে ভেবে বিদ্যাবতী দাম জন  
 ব্যস্ত হন রূপ ॥ কনক রাজ্যের রাজা, কপে গুণে মহা  
 তেজা, নীলকান্ত তাঁহার সন্ততি । তাঁহারে বরণ করি,  
 সমর্পিয়া স্বকুমারী, রাজ্যভোগে রত অজাপতি । কন্যা  
 নাম রসবতী, গতিব্রতী স্বামী গহী, গতি মতি রতি  
 পতি পার । যমোত্তর অটালিকা, তাহারে রাজবাণিকা,  
 বিজুলিকা আর শোভাপায় ॥ একেত সুবর্ণ পুরী দ্বিতী  
 রত বর্ণোপরি, সুবর্ণ বিবর্ণ বর্ণাংগে । বর্ণ যদি হয় বেশ্য  
 তবে বর্ণ সবিশেষ, বর্ণেতে বর্ণনা বর্ণ হবে ॥ কন্যা নামে  
 রমা নীতা, কুলম কানন শোভা, পবন বিলাস সঙ্গসঙ্গ  
 সঞ্চারে আনন্দ, পুষ্পে মধুরত, ভুঞ্জে রস সরস আন  
 দ ॥ প্রত্যেকে প্রফুল্ল ফলে, পাতঙ্গ পতঙ্গ কুর্জে  
 লতাঙ্গ শোভিতা শীর্ণ শাখা । যেন মাতঙ্গ আতঙ্কে,  
 মাতঙ্গী আতঙ্গী আছে, তার হরমিজ উর রাখা ॥ সজপ  
 তর নকল, অলি ভরে টলর, দলমল পত্রাদি কলিকা  
 মন্দ কিবা তার, গন্ধবাহ শোভা পায়, যুগে হয় প্লাবিত  
 নাসিকা । দীর্ঘ হৃৎকোর উপরে, পক্ষ ভরে লক্ষ করে, লক্ষ  
 পক্ষ মনোহর । পরস্পর করি আঁঠু, আনন্দে গাইছে গীত,  
 ক

संज्ञा

[illegible]

উনি। হিন্দুধর্মের নিরীক্ষণে, যত দূর ছত্রাঙ্গনে, দক্ষ  
কক্ষ ছোঁর সিন্ধু বাসি। রসবতী দক্ষিণে রসভাষে  
রসভাষে, মিষ্টা কেলি মেইন, সুরোবরে। সে উদ্ভাসে  
নাশি ভাষে, সবলার কপে ভাষে, অরল্যকেমনে পৈশ্ব,  
দার। একেই বিবাহাবসি, নাহি একে জগনিষি, এসবতা  
চির বিবাহিনী। জাহে মেই সুরোবরে, শবু বিল্লে হলে  
বের, বাজরালা হন উদ্ভাসিনী। বদনের পরানকো  
মর্দীক তকর ভলে, থাকিতে থাকেনা ছায় ভাষে। মায়া  
মর্দীক শান্ত, জাহে তাহি মাংকো, আবেগে মাংকো  
মাংকো। এই কপে কত্রি দিন, দিনে কত্রি দিন, মাংকো  
মাংকো মাংকো। এই কত্রি মাংকো, মাংকো কত্রি, মাংকো  
মাংকো কত্রি, মাংকো কত্রি।

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ।

[illegible]





কৌরবে মৃগ, মৃগা গুণগুণানি কু কবিত্ব করতঃ রঙ্গে সন্মত  
হইতেছে । এবং ধর্মের উদ্ধার ঘনং শঙ্করস্বামী প্রবাসকার্য  
কল্পিত হইয়া প্রচার নীরখারা হলে, অসংখ্যারা বর্ষণ  
করিতেছে । প্রাচ্যমানে বসবসতী হইয়া, স্থানান্তরে  
পালারন করতঃ প্রচার হইতেছে ।

অনন্তর, পুত্রোত্তর সন্তান কর্তৃক মনাক নরনী যিনি  
জিনি কৌশালিনী, কামিনী, কামিনী, গজেন্দ্রগামিনী, অক্ষি  
মোহনিনী, রত্নিনী, ভক্তিনী, সন্ধিনী, সন্ধেরুক্ষে ভক্তে নানা  
প্রসঙ্গে কালক্ষেপে থাকিলেন ।

সাত্ব সুতর, চেতন ।

পয়ার । হেথারূপে কপদর, পাইয়া চেতন - বহল  
হাস কোথা গেল কামিনী রতন ॥ চেতন - বহল  
কি দর্শন কর । নরনে দেখিলে যারে, জারে তত্ব কর ॥  
কৌশল কাকে কারে করে কে প্রচারে আশা । হৈল রুচি  
এই শর মৃগ নারে ভালা ॥ জুরে কপদর হইতে  
শক্তি । আদেতে জুরে বপু একি বিপর্যাস ॥ ১ ॥ কপ  
কপদর করিয়া ছিলন । আশা কপ ভরিতে করে করিতে  
গমন ॥ গহে বসে ঘনং ভাবিয়া ওখন । কোটিব বেল  
বেশ করিল প্রাণ ॥ টিকি রাতি অন্ধ পুখী কহ দেশ  
পরে । কি ছটা ফোটার ঘটা নাসিকা উপরে ॥ পক্ষি  
বাস পরিদান মহাবেগে পান । নিরু শাস পরিকল্পি  
রাজ নাম যান ॥ রাজবাটি নিবটহ, যে সব বসন্তী  
তরাসেতে অবশিষ্ট হয়ে জ্বলন্তি ॥ বসে কোথা খুড়ী  
দানী ছাড়া জাকুলগী । হৈল পিলে কেমনাচে বল  
দেখি শুনি । তোমাদের ভাল চিন্তা সদা যক্ষণ  
কতাদের কর্ম কার্য কিরপ লক্ষণ ॥ ২ ॥ আন দেখি কুর্চি  
পত্র শুভাঙ্কণি । গুণাদির জোগাভোগ সার মাত্র







[illegible]



[illegible]



[illegible]



[illegible][illegible]
$$6 \frac{1}{4} \text{ m} \times 2 \frac{1}{4} \text{ m} \times 4 \frac{1}{4} \text{ m} \times 1 \frac{1}{4} \text{ m} \times 1 \frac{1}{4} \text{ m} \times 1 \frac{1}{4} \text{ m}$$

1944-1945

WFO 1572 60-77461 J. 121 12215 100% 1 1  
WFO 1

[illegible]



হর, ওই যেসো গজাধর, নয়নেও কি হেরনা । কেন এত  
 কোপে তর, লও চন্দন মানোহর, মুখে বলি হর, স্বয়ং  
 সেবা করণা ॥ যদি বল গজাধর, গজা ধরেন গিরোপর,  
 এখে হেরি ভাবান্তর, গজা কইতা বলনা । তবে শুনলো  
 উত্তর, তিনি যেমন গজাধর, এতেনকপয়োধর, ভাবান্তর  
 তো হোননা ॥ পুনঃ যদি কহ বাণি, শশি ভূষা শূলপাণি,  
 শ'রে জটা অঙ্গে ফণা, কই লেসব তুলনা । বলি শুন  
 অশ্বত্থর, মুখচন্দ্রে পাশাসির, শশি ভূষা নিরন্তর, ভিন্ন কিসে  
 বলা ॥ বুঝাগে চুচক তায়, জটা যুগ্ম শোভা পায়,  
 নদিকার ফণা ভরি, কাহতেছে সো দলনা । নিরহ বিবহ  
 শুন নখিতে নানর কলে, শূলপাণি বজ্রহলে, হের  
 কো ললনা ॥

সার্বভৌম নারায়ণ গৌরাঙ্গী চন্দনার লুপ্তা :

গয়া এই বাক্য শ্রুত নাহি দুই সখী লজ্জাতে  
 চিত্তাশ্রিত্তি প্রতিলিঙ্গার মায় চন্দনা অধরে লজ্জিত  
 প্ররম ॥ বিবাহের পরে বিবাহিত করত দশনে কাটিয়া  
 হর মিত্রকে বাক্য পুরসের নম্রমুখে স্থির নেত্রো কিরণ  
 জালাবসি মন চিত্তা করিতে লাগিলেন । যে এই বসি-  
 যকী যে বাক্য কহিলেন তাহাও বাস্তবিক বটে । কিঙ্  
 যেমন এই প্রমিষ্টা অশোণ অঙ্গু জোষ ভরে আশামিদের  
 প্রতি প্রেম প্রসার পূর্বক আশামিদের কুবাক্য ভংগনা  
 করিয়া দ্বায় চাতুরির আদর্শের প্রকাশ করত দীপ্ত প্রেমের  
 সর্ব অতি প্রকার রূপে ভাবান্তরে প্রতীয়মান্য করাই-  
 লেন । অতএব তদুপযুক্ত পুস্তান্তর মা করাসে কেবল  
 আমাদের পুতি লজ্জানন্দ হইতেছে ; এইরূপ উভয়ে  
 চিত্তাকরত চন্দনা দানী গৌরাঙ্গীর পুতি-কহিল যে ভগ্নী

ইহার প্রকৃত্তর আমি শির করিয়াছি গোরাঙ্গা বহিল  
তবে বিলম্বে কি কল বয়সিনাকে দ্বারায় নল । এখন পদনা  
বর্মিরদীর বাকে) প্রুতিবাক) শয়্যার হুন্দে প্রুদান করিতে  
ছেন ।

७५५३ : ६७१ ।

[illegible][illegible]

রূপ পরিষ্কার, মহারাজার জামতার রূপ পরিষ্কার  
 বসন সময়ে বর মজার ন্যায় সজ্জায় সজ্জায়  
 নাজ পরিষ্কার প্রবেশ যাত্রা বিধিও বাল্যাদি করিয়া  
 হাড়ার গুহ মধ্যে গমন পুণ্যের রসবতীর সজ্জার  
 জামতার পরিষ্কার রূপায়। তবে প্রত্যক্ষ চিত্রে নেত্রে  
 নিরাক্ষর ও নান্য বিধ আশীষনা হইত।  
 ১০১ নন্দপুরীতে মধ্যাহ্ন চিত্রে মোহী সর্গরীকে দিবস  
 বিবাহের সান্নিধ্য হইত। ১০২ অপিচ রসবতী রস-  
 রূপায় আগমন দাক্ষিণ্যের মধ্যেই আশীষনা চিত্রায়  
 রূপায় প্রবেশ করত। ১০৩ সর্গরী শরে জুরে খবর  
 করিত। ১০৪ রসবতী বিবাহের পরেই প্রাণ প্রায়শ্চিত্ত  
 এই রূপায় প্রবেশ করিত। ১০৫ সর্গরী সর্গরী  
 জামতার মধ্যেই বিবাহের দাক্ষিণ্যের মধ্যেই  
 প্রবেশ করিত। ১০৬ রসবতী রস-  
 রূপায় আগমন দাক্ষিণ্যের মধ্যেই আশীষনা চিত্রায়

১০৭ রসবতী রস-রূপায় আগমন দাক্ষিণ্যের মধ্যেই  
 প্রবেশ করিত। ১০৮ রসবতী রস-রূপায় আগমন  
 দাক্ষিণ্যের মধ্যেই প্রবেশ করিত। ১০৯ রসবতী রস-  
 রূপায় আগমন দাক্ষিণ্যের মধ্যেই প্রবেশ করিত।  
 ১১০ রসবতী রস-রূপায় আগমন দাক্ষিণ্যের মধ্যেই  
 প্রবেশ করিত। ১১১ রসবতী রস-রূপায় আগমন  
 দাক্ষিণ্যের মধ্যেই প্রবেশ করিত। ১১২ রসবতী রস-  
 রূপায় আগমন দাক্ষিণ্যের মধ্যেই প্রবেশ করিত।  
 ১১৩ রসবতী রস-রূপায় আগমন দাক্ষিণ্যের মধ্যেই  
 প্রবেশ করিত। ১১৪ রসবতী রস-রূপায় আগমন  
 দাক্ষিণ্যের মধ্যেই প্রবেশ করিত। ১১৫ রসবতী রস-  
 রূপায় আগমন দাক্ষিণ্যের মধ্যেই প্রবেশ করিত।  
 ১১৬ রসবতী রস-রূপায় আগমন দাক্ষিণ্যের মধ্যেই  
 প্রবেশ করিত। ১১৭ রসবতী রস-রূপায় আগমন  
 দাক্ষিণ্যের মধ্যেই প্রবেশ করিত। ১১৮ রসবতী রস-  
 রূপায় আগমন দাক্ষিণ্যের মধ্যেই প্রবেশ করিত।  
 ১১৯ রসবতী রস-রূপায় আগমন দাক্ষিণ্যের মধ্যেই  
 প্রবেশ করিত। ১২০ রসবতী রস-রূপায় আগমন  
 দাক্ষিণ্যের মধ্যেই প্রবেশ করিত।

[illegible]

বসন্তী, সম্মানিতা গীতা মতী, তাহে আবার দুষ্ট দশা-  
 মন । একে পক্ষ অগ্নি বিনে, জীবন বাথে জীবনে, তাহে  
 সূয়া বারি চরি লর । একে শিশি মেঘ জামে, মৃগাক কল-  
 ক্ষে জামে, তাহে আবার রাহু পীড়া ভয় ॥ একেত কঙ্ক  
 ২৫৭, যষ্টি শূন্য একাকিনী, তাহে আবার পণ্ডেতে  
 গচ্ছর । একেত পূর্ণিত জল, দৃষ্টি নাহি হয় স্থল- তাহে  
 আর কানি মেঘে ভর ॥ একে চিরস্থায়ি রোগ, শরীরে  
 হতেছে ভোগ, তাহে হয় ব্যতিক্রম ভব । একেত দুঃ বি-  
 চিন, পৌনঃপত্য পিত মনে তাহে পুনঃ পৌনঃপত্য মানবা  
 এনে অঙ্গ নিরাসুর, তাহে নিশি ভয়ময়, তাহে যেন ঘন  
 শাল্য পাত । তাহে হকৌর সখা, দায়বৈল্য আশি রাখা,  
 বলিগারে শরে মণিবাড় ॥ কে আর কে পৌনঃ বিনে,  
 নিষ্ঠুর অধিনা মনে, যাহার মন অপরায়ণ । তাহিণী  
 দ্বৈতস্যা প্রতি, যদি কিছু থাকে জীবিত, তবে মন খুঁজি  
 প্রমাদ, তবে তবে বিদ্যুৎপার, তাহার কি উদ্যম, উ-  
 দ্যম তাহার হকৌর । যদি হকৌর পর পায় অকুণ্ডল রক্ত  
 পায়, তবে প্রাণ পায় বৈতন, তাহা একি জন । তাহা  
 মাঝে পুণ্যমজা, তাহে হয় প্রমোদিত । তাহা  
 প্রতিজ্ঞা তাঁর জন্ম, নে কইল বলা গেল কে কইল  
 পায় ॥ দৃষ্টি, তাহে নাহি স্থল, অকুণ্ডল গেল কুণ্ডল, কুণ্ডল  
 পুলাসাকুলে তাহিল । তাহিণীর অনুকূল হকৌর দাস্ত  
 দান বুল, নহে দুল লাসে প্রতিদ্বন্দ্ব । একা নারী হয়  
 ভোগ, তাহে গল, তাহে বেশ, তাহে হয় পরনারী নাকৌ  
 রোগ । বসন্তের ফল, নোকে করে উপহাস, নাকৌ  
 দেহাভিতে লাগে ॥ কেহ বলে কালাহুণী, তাহে বুঝে দই-  
 লি পুণ্য । কেহ বলে ঢলানী ঢলানী । কেহ বলে কইল,

কি বাসাই মুক্ত ছাই, কোন মুখকুল কাজি দিলি ।  
 মাতা পিতা ভ্রাতা আদি, সকলে হয় বিবাদী, কেহ পুত্র  
 মা দেহকম্বু কিরে । স্বজ্ঞানী পুত্রর কুল, কেহ বলে মুখ  
 কুল, কেহ বলে ভাল পোষা শীরে । স্ত্রীলোকের গুরুপ-  
 তি, তাঁর নাহি থাকে প্রীতি, সম্মতি গুরুর কোণামল ।  
 গুরু জ্ঞানী সেই জন, দৃষ্ট হয় সর্বজন, বালাহুতে সা-  
 ময় শীলেন । ব্রাহ্মণের অগ্নি গুরু, ব্রাহ্মণবর্নের গুরু,  
 ক্ষত্রিয়, শূদ্র গুরু হন । সেই কপ নারীগণ, ঐশ্বর্যকামে  
 গুরু কোনে, ঐশ্বর্যে সমর্পণে জন । সেই সত্য কুলবর্তী,  
 কুল ধর্মো বিত্ত মতি, গতি দিনা কি গতি তাহার । এ  
 অপার জলনিধি, গার হয়ে গুণনিধি, এনুসারে করয়ে  
 নিস্তার । এই কপ করি মন, বলিলেন যোগাসনে,  
 ছেন কাজে আসি এক কথা । বাস বাগো এক কষ্ট, দূর  
 দীর্ঘত উপরি, হয়ে কেন আছে বল দেখি । বেশ সুখ  
 হেরি তব, জলিত করোতে না গলিত অন্ধন নেতদ্বয়  
 অধরে না ধরে তারা, অক্ষরো ধরে পরা, এ দাঁড়ি কি  
 বাসার আশেয় । কি ভানে তাবিহু কাহ, মলিন হাত  
 তে কাহ, সত্য কহ কি মনে উদয় । দাসা কলে প্রকাশি-  
 তে, কোন বাসানাহি তাতে, সহ নারীগণের পদ । দাসী  
 বাক্যে রাজ সুতা, করিলেন দিগি কুতা, মনেহ এই  
 প্রশংসা । ১ । মিথ্যা নাহি কেনে, প্রকাশ করি কেনে,  
 আসে এরে জানা উচিত হয় । পণ্ডিতগণের দিকে,  
 নথোতে প্রকাশ কথা, লজ্জ হৈতে লজ্জ জানা যায় । পাশ  
 বিশ্ব কলকোরে, কষ্টকে বাহির করে, তদ্বয়ে শুদ্ধ হৈল  
 পার । অনলে বাপে অনল, তদ্ব্যত কলেতে জল, বল  
 চিনিদারে পারে ধলে । পালেতে মেসকে পাল, মেস

[illegible][illegible]

[illegible]



উপায় সীত প্রসিদ্ধ ও উপযুক্ত। এই রূপ চিন্তায় বসিয়া  
হের শলোপান্তে মনোভিমিবেশ করত ভাবিলেন যে;  
যদ্যপি দুই বলাৎকার করিয়া আমার সত্যকৃৎ শরীর  
ক্ষয়ভেদ করে তখন কি উপায়ে সুপায় পাইব। এবড়ত  
চিন্তানিভা হইয়া ভাবিলেন। যে রজস্বল্য সীতার  
সত্যকৃৎ আপাতত মঙ্গল লভ্য। এই রূপ নানা  
বিষ উদ্বেগে মগ্ন হইয়া প্রায় পণে প্রাণনাথের হান্য  
বল করিতে থাকিলেন, অত্র ছায়া বেশী সাধুপুত্র সহচারী  
এক সহকারে রসবতীর মন্দিরে স্নানিকর্ষ অর্থাৎ প্রবেশ  
করিলেন, পরন্তু রসবতী তৎক্ষণাৎ চক্ষুনিব উত্তোলন  
করত বিপক্ষে কটাক্ষ দর্শনে দক্ষ কল্পিত রসবতীকে ক-  
টাক্ষানুবে কণ্টকানন্ত হস্তে কুলকটকে নিম্নটিকার্থে তৎ  
ভক্তি হইয়া নম্রানীত্রে মৌনাবলম্বনে প্রাণনাথের নামে  
নমস্কার প্রদান করিলেন। সুপ তনয়াত অবস্থিত বিদ্যয়া  
পত্রা পঞ্জিনী রসবতীর মাথায়ই তদ্ব্যবহার করিলেন যে  
প্রাক্তর আমতা অশাসনের বিবাহাবধি ঠাকুরকীর স্নান  
কর দর্শন ও সন্মর্শন অপেক্ষা পথিক নাহওয়াতে ঠাকুরকীর  
পুনঃপ্রবেশে অভিনয়ানুরাগীতাদি কলের জন্য অযুত  
কারণ সাধারণ নব নব মুখলোভন হইয়াছে, তৎক্ষণাৎ  
ঠাকুরকী সতর্কতা বৃদ্ধি অঙ্গোণে মৌন বাতি প্রদানে প্রস্তুত  
হইয়াছেন। এই রূপ চিন্তাশ্রিত্য দাসী গণে মৌন ব্রতে  
রহিলেন। অপিচ ভগ্ন বেশী সাধুসুত রসবতীর স্বলক্ষ্য  
প্রদ মনোভিপ্রায়ে উদ্যাদ প্রায় উদ্বেগ রহিত হইয়া  
ইহানি প্রসূত কি উক্তি করিতেছেন। তাহা ত্রিগুণী  
চক্ষে নিম্নে নিবন্ধ হইল।



[illegible]

[illegible]

চক্ষু, পঞ্চকু পাইব বিনোদিনী । যে খেদ রহিল মনে,  
 কে জানিবে প্রমাণ জানে, হলে খিয়ে পতি সঙ্গাভিনী ॥  
 এই কথা শুনি গুল, একাশে ছলের স্তম্ভ, স্তম্ভ স্তম্ভ যোড়  
 করে করে দ্বারা পরিগৃহ্য হলে, আর গৃহ নাহি চলে,  
 তাই যে দেগনার মহাশয় ॥ নিজাদিব এই বাণী  
 শুন শুনে গুণমণি, সহসা করিলে কোম কথ্য । সঙ্গদৈব  
 পদ লগ্ন, পরম আপদ প্রাপ্ত; এই কথা সহসার ধম ॥  
 অতএব সহসার, সঙ্গ কথ্য ভগ্নপায়, করে ধৈর্য্যাবলম্বন  
 কি আর কাহর বিধি, তুমিতো বিদ্যার মিসি, সবিন্দ্য  
 জ্ঞান বিজ্ঞান ॥ তব তুল্য গুণ বান, কোথায় কে আছে  
 জ্ঞান, বল ও বিশ্বদান ॥ কি আর বলিব আমি, তো  
 মার তুলনা তুমি, গঙ্গানীরে গঙ্গারি অর্চন ॥ দেখ  
 কদি কারোদাস, বেশ্য হলে পূর্ণ নাশ, হয়ে ছিল বাক্য  
 উপক্রমে ॥ সে জনা তব তুলনা, সে যে হলনার গান  
 তুমি মনে মনে কান ॥ পণ্ডিতের যে লক্ষণ, সুলক্ষণ বিল-  
 ক্ষণ, সেজন্যে (যেহাতে পুকাশে) তুমি অতি দূর গীর,  
 তব তুল্য নহে নীর, দৈবত মেয়ে অস্তির বাতাসে ॥ অপি  
 নীরে চতুর্দশ, যেন যদি চতুর্দশ, তবে গাই তব গুণ  
 তর ॥ তব গুণ এক মুখে, এ পাণিনি কোম মুখে বর্ণন  
 করিতে ক্যা কর ॥ কে পারে বলিতে কান, তোমার  
 গুণের অম, গুণিগণ মধ্যে গণনিত ॥ কত শত শাবীগণে  
 কত শত পতি দানে, অনাবৃত তর ইচ্ছানিত ॥ সেহেহে  
 বিদ্যাবান, তুমি তার ছন্দপতি, মেডাল পূজ্যছে পদ  
 পাত ॥ তব গুণের নহে অমি, সঙ্গনে হয়েছ স্বামী  
 তাই নান আম জাগাবতী ॥ বিদ্যাহ অবধি মধ্য  
 মন মনে থাকে দেখা, নাথ হে অদ, কি সপ্তভাত ॥ পদ

অমার্জিত কত, ছিল পুণ্য শত শত, সেই/জিনী মিলন  
দেবাত ॥ এবে অভাবের ভাব, বামনের তন্দ্রা লাভ,  
সীতকের দৃষ্টি ঘটন । কি সদয় সদাশয়, আছে না পার  
অনন্দ, নিরানন্দ গেল প্রাণ বন ॥ অহ্লাদ রাগিবার  
স্তান, আর না থাকিত প্রাণ, কেনা ছে বিধি দিলে  
দাশা । নাছি হৈত ঋতু যদি, জানা প্রতি প্রতি বাদী,  
বদে হৈত সোণায় সোহাগা ॥ শুনি নাদু এই বাক্য  
আর নাছি ক্ষোভে বাক্য, শুদ্ধ করে ওবে মনে । এমন  
নাম, নারী, কথার ভুলাতে নারি, জায় বাক্য নাথিক  
মনে ॥ বচনে হিরেব পার, ক্ষেপে যেন কীরবার,  
সেবার নাশিতে বার কই । কে ধরে এ খর গার, বিধি  
প্রাপ্তে, কি পারতে এর পার সই ॥ কিছু এই  
বল, বননী অতি নরল, ছলেতে বদ্যাপি বাদ  
হয়ে । যে করে ক্ষতপালন, পাইলে সুমিত্র জন, তদন  
আশ্রয় দ্বন্দ্ব তোমো ॥ অতএব কোন মতে, পারি বাক্য  
দশাইতে, ওবে পুনরে অভিলাষ । নছে পরিশ্রম বাদ,  
আশানত হৈল বার, আশার দইল উদ্ধৃপাস ॥ আশ্রয়ে  
পড়ে প্রসিদ্ধ সুনামো স্বকার্য সিদ্ধ, সেখি বারি কিছা  
পারি । কেবল কটিলে পতন, মত্ত করিলে সানন, সেউ  
কি কেহু পার তারি ॥

স্বাক্ষর ॥ নাদু বলে সুধামুখী সুমাই (ভোমানে)  
লেলে নিপাতের সতী রতী দান করে ॥ নিত্যম কৃতজ্ঞ  
বদ্য দুরূহ বাদন, কত সান আশে প্রাণ রছে । ততক্ষণ  
বদ্যেছি সমুত্তি বামা প্রতি যেন স্নেহীতি । প্রেক্ষণ পাত  
বতাল ওয়া রত্নবর্তী ॥ অনুরে অনুর নুগে বদ্য তত  
পরি । ভাব রাখা ভাব কোথা শিখেছ কপমী । নাদু

সত্য রমণীর গতি মতি পতি ॥ পতি বাক্য শুদ্ধান কি  
 উহার শক্তি ॥ পতি আনাহিকা সত্য পতি পরায়ণী ॥  
 পতি সুখে সুখী পতি দুখেতে দুঃখিনী ॥ পতি ইচ্ছায়  
 ইচ্ছাবতী পতি আশে আশা ॥ পতি বান সত্যর বা কি  
 আছে ভরণ ॥ অতএব বিনোদিনী ব্যোমুহ এখনি ॥  
 আছে বুঝ কেহ ভব-মনোমত্ত মন ॥ তাঁরে বুঝি মপি  
 আছে মনপ্রাণ মন ॥ নহে কেন আমি প্রতি এত বিভ্রম ॥  
 ছিছি প্রাণ কার প্রাণ করে দান দিলে ॥ যে ভোমার  
 অনুগত তার কি করিলে ॥ এই কথা শ্রুত মার রসবতী  
 কয় ॥ স্বামী অনুগত আমি কেন মহাশয় ॥ নানা রঙ্গ  
 দান তাই কর নানা ছল ॥ অবলা মরলা আমি তাহে  
 কলবালা ॥ শঠতা বৃথিতে নারি অঙ্গ বুদ্ধি নারী ॥ পতি  
 ভিন্ন অন্য জনে নেতে নাই ছেরি ॥ পতি মম পান  
 জ্ঞান পতি কুলমান ॥ পতি পাদ পয়ে আমি মণিপ্রাণ  
 প্রাণ ॥ পতি পরায়ণী হই পতিব্রতে মতি ॥ তাই লোকে  
 বেশে নোরে পতিব্রতা সত্য ॥ এই বাক্য শুনি সাধু পুন-  
 রপি কয় ॥ বেল কুলটার ভাব বোকা ভার হয় ॥ পতি  
 হস্তা কান্তা তুমি পতিব্রতা কিসে ॥ মুখেতে অমৃত ভব  
 জ্বলি পূর্ণ বিমে ॥ মনোমত্ত জনে মন করেছ অগণ ॥ কুল  
 কুমারি জনে কিবা প্রয়োজন ॥

### রসবতীর মায়াঙ্গনা ॥

গদ্য ॥ মাদু সূতের প্রভারণা প্রস্তাব শ্রবণান্তে ভূপা-  
 ল ভমনা তাবিনেন ॥ য এই ছলগুহার তমূল চল তরুটি  
 সমূল সাংঘত বিনাশ না করাতে উহার কল কৌশলে  
 আমার কুল লত, সকল নিকল হইতেছে ॥ যেহেতুক  
 আমি বিশেষ রূপে এই প্রভারণার প্রভারণা অঙ্গ

হইলাম কিন্তু এই বন্ধক ইহাই জানেন যে আমি রাজ-  
বালাকে অবশ্য পাইয়া ছলে দলে কলে কোমলে উদ্ধম  
চাতুরী করিয়াছি এবং যেমন স্বজাররা স্বশরীর বতি-  
চূত করিয়া লোভনে কর্ণদ্বয় আচ্ছাদন পূর্বক কোন বি-  
বরে অর্থায় গন্তে যত্নক প্রবেশ করেন। প্রজ্ঞা দ্বারা  
থাকে। প্রজ্ঞা এই সাধু পুত্র। অতএব ইহার চাতুরী  
বিনাশ করাই আমার উচিত ॥

রসবতীর উত্তর।

ত্রিপুরী ॥ কহে সতী রসবতী, শুনাছে সুদণ্ডী পতি,  
নবুকের বাধা বট তুমি। স্বকায় করিতে মঙ্গল কর হুজ  
পুত্রসিক। নারী বন্ধে কি দুখাব আমি ॥ বরদ্বার বর  
উত্তর, বরদ্বার এ-দেহ সুখি, পতি আত্মা করে অতিক্রম ॥  
কহে স্বামিনী স্বর্গ, এই কি পতির মঙ্গল? কিন্তু স্বর্গমণ্ডলের  
বিষয় ॥ দেখি করে তাঁর মঙ্গল, তার বিধে এই মঙ্গল  
ক্রীড়ামেঘ মঙ্গলভেদী হয়। দুখেছি তোমার মঙ্গল, মাজা-  
রের রথ মঙ্গল, বুঝা যোকে বলা স্বামী কয় ॥ পুনঃ পুনঃ  
কর তানি, আমা প্রতি প্রতি নাই, যাচ্ছে দেহ অনামত  
জন। তাহা কতু মিথ্যা নয়, সত্য বটে মহাশয়, একাংশে  
কি আছে প্রয়োজন ॥

রসবতীর বাক্যে নবু গুণের আশ্চর্য

জান শুদ্ধি ॥

গদ্য ॥ ভগ্ন বেশী এই কতিপয় প্রেমের মঙ্গল প্রাপ্ত  
নায়েই আত্মলিক চাকলা মনা হইয়া ভারিভেদ যে  
রসবতী যজ্ঞপ প্রত্যন্তর প্রদান করিতেছে ইহাতে অনেক  
ক সান্নিধ্যই উপস্থিত হইল বুঝ হিতে বিপরীতই ঘটিল।  
কি জানি বুঝি আমার শঠতা রত্ন রসবতীর শঠতা কতি



## শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

প্রভুর পরীক্ষা দ্বারা সম্যক শঠতা রসবতীর গোচর হইয়াছে নচেৎ আমি প্রতি রসবতী এতাদৃশ পুতাতর পুতাত করিত না যাহাউক ইহা বিশেষ রূপে আমার জানা আবশ্যক এবিধ ভাবনা প্রযুক্ত সাধুপুত ভূপাল মালার প্রতি পুনঃ কহিতেছে ॥

উত্তরের উত্তর প্রত্নতর ॥

সাক্ষ পত্রের প্রশ্ন ও রসবতীর উত্তর ॥

- পু। মনঃগত পুর কেবাহে তব ।  
 উ। দেখনা ভারিই আমি কি কর ॥  
 পু। তাপনি জানিলে কে কহে কারে ।  
 উ। জেনে না জানিলে কে পারে তারে ॥  
 পু। আমি কি তোমারে চাতুরী করি ।  
 উ। কেমনে জানিব অবলা নারী ॥  
 পু। অনুভবে ভাব বুঝে দেখনা ।  
 উ। জ্যোতি লাগ্ন আমি জানি না ॥  
 পু। আমি কি জানি জ্যোতিষ চর ।  
 উ। তান্না হৈলে কহতা গমন হয় ॥  
 পু। জ্যোতিষ বাদন কি হয় না জানি ।  
 উ। পতি বিনে আর বার ভরসা ॥  
 পু। আমি কি তোমার স্বপতি নয় ।  
 উ। নম রক্ষণা তবে কি হয় ॥  
 পু। হাতু হৈল সঙ্গে পতি কি পুর ।  
 উ। আগে গেছে জানা সে তদন্তর ॥  
 পু। কেমনে জানিলে চাই জানিতে ।  
 উ। তীর্থ যাত্রা কথা প্রশ্ন করাতে ॥  
 পু। কে কেবল ভবে ছলনা তব ॥

## মজা সন্দেহানুকূল

- উ। তানা ঠেলে ছল কিমে জামিন ॥
- পু। তবেরূকেন আগে দিগে জামিন ॥
- উ। কি আশার আশে দৈল বিশ্বাস ॥
- পু। যামী ভাবে তুমি কলিলে কথা ॥
- উ। বধো! তার বপন গাঁথা ॥
- পু। তবেত বধনা জান কপসী ॥
- উ। সে দোষে আবারে না কর দোষী ॥
- পু। যাছক তুমিলে চতুরা বট ॥
- উ। তুমি কি চাতুরী জাননা শঠ ॥
- পু। জানিলে কি তব থাকিত কুল ॥
- উ। কুলট বিনে যে কে ছাড়ে কুল ॥
- পু। বলাৎকারে যদি করি শৃঙ্খার ॥
- উ। নপতি পারেন্না তুমি কি ছার ॥
- পু। মনঃ বারণ না মানে বারণ ॥
- উ। শুকবন্ধু কিবা বলে হরণ ॥
- পু। তানা হলে কিস পাইব রস ॥
- উ। দৌল্য রস বিনে হয় কি রস ॥
- পু। হরে এখন ধনী আবেশ ॥
- উ। এক কাত কভু কি তাগি বাজে ॥
- পু। দুঃ হাতে নছে বাজাও ধনী ॥
- উ। কৈতে নিকটে সে গুণমণি ॥
- পু। কেহ কি পারে না বিনে সেজন ॥
- উ। সত্য স্বর্গের কর্ম যেমন ॥
- পু। সত্য স্বর্গে কি দাওয়া নাই ॥
- উ। পান ভেদে তাহা হুছে ভাই ॥
- পু। আশিত সুপতি বড়েকো পান ॥

- উ। কি চিহ্ন তাহার বলিছে তুমি ।  
 পু। দ্বারস্থ হয়েছি তোকেছি মানি ।  
 উ। স্বকার্য সাধনে কে চাহে মান ।  
 পু। যে কথা কহিলে অন্যথা নয় ।  
 উ। অন্যথা কখনে কি জানা দয় ।  
 পু। যাহক তুমিলো সামান্য নয় ।  
 উ। তুমি কি সামান্য ছে রসময় ।  
 পু। কেন পনী আর দিতেছ লাজ ।  
 উ। দরিদ্রের নজ্জা কি রসরাজ ।  
 পু। আনি যে দরিদ্র ছেনেছি পুণ ।  
 উ। বাচঞার দ্বারা হইতেছে জানি ।  
 পু। কাতর হৈতে হবে পথি কি ।  
 উ। পতির অপেক্ষা করিয়ে থাকি ।  
 পু। তাঁর আজ্ঞা দিনে হবে না পুণ ।  
 উ। পর ধন পরে কে করে দান ।  
 পু। পর ধনে ধনী তুমি কি তিমি ।  
 উ। তিনি ওন পতি আমি যক্ষিণ ।  
 পু। তবে কে পূজিবে মম পতিনাথী ।  
 উ। ছেনে কি জাননা দরিদ্রের আশ ।  
 পু। বল দেখি তবে ওনি সুলভী ।  
 উ। ওনই ওহে নিবেদন করি ।  
 রসবতীর উক্তি ।

শ্লোক । উথায় যদি লীরনে দারদ্রীনাং মনোরথ্য  
 বালা বৈধব্য দক্ষিণাং কুল স্ত্রী নারী কুচ ত্রয় ॥

অর্থ । দরিদ্রের মনো অশা পূর্ণ নাহি হয় । মনে

## জীবন সুখানুসূচক

আশা মনে মিলাইবা রয় ॥ তুল্য তার বাসিন্দার বৈধ-  
দ্য দশার ॥ আপনি উঠিয়া তুন আপনি মিলায় ॥

করএন এই কথা দরিসের স্বীতি ॥

কেননে পুরাই আশা আমি কার্যাসতী ॥

শাপ পুস্তকের উক্তি ॥

অনিত আপ ॥ বসিননে, শাপ করে, প্রাণ শিখে  
অত্র ॥ দরিসেই দেহ যেই দাত মৌ মাজ ॥ ঈশ্বর  
পুত্র, রাখে প্রীতি, মৃত পুত্র, মারা ॥ নরী জীবের আশা  
ভায়ে, পুত্রাশিরে দর ॥ সেই জন, গুণিগণ, চানে জন,  
মান্য ॥ শুন ধনী, সুবধনী, এই বান, বনা ॥ শতএব,  
ফেন ভাব, কই ও, দে পি ॥ কল্যায়ের, মরি পরে, স-  
কল্যায়ের, থাকি ॥ কোথা দর, কোথা মারা, কিসে কল্য-  
য়ে ॥ আশা দানে, এনে কেনে, পনে পুণে, কর ॥ পাপ  
মত, পাপ করা, এই মত, মত ॥ মর্জ্য হুতা মত  
মত, মত মত, হবে ॥ মত বাদী, কর্মভেদি, মর্জ্যভেদি  
কথা ॥ মত, মত, নাজি মরি, বাঁচা তাঁর, দৃষ্ট ॥

কল্প তনয়ার ও নাপু তনয়ার উত্তর পুস্তকের

মত পদ্য ॥ মন দাঁচনে কি সুখ ॥ স্বীতি শিখে  
কি মতি হটল পিখু ॥ জাল দাঁচনা কর দান ॥ মতি  
কিনে শিখা তব বিচক্ষণ জ্ঞান ॥ তব মত পুত্র মত  
মত ॥ মত পদ্য পদ্যরেছে গিলগতে মান্য ॥ তুমি মত  
মত ॥ মত কেনে কেন উক্তি করে আমা পুত্র ॥ একি  
মত মত মত ॥ মত পুত্র উপপাত্ত মত মত মত  
মত ॥ মত মত ॥ মত মত ॥ মত মত ॥ মত মত ॥  
একি পুস্তকের কর্ম ॥ মত মত ॥ মত মত ॥ মত মত ॥  
মত ॥ মত মত ॥ মত মত ॥ মত মত ॥ মত মত ॥

সকল জীবিত। পর ধনে লোভে বতর দি দেবিতের মন  
 পুণি আপনার মত ॥ স্থান হে সূজন ॥ সেইত পুত  
 যার এক জনে মন ॥ তবে সঙ্গুর মন্দন ॥ কল স্থান  
 যামুখী করি নিবেদন ॥ যার আত্মসকল পুণি কেবা ভ  
 ধাছে পর বল বিনোদিনী ॥ সে কি পরদার করে  
 ধন্যরা সবাই তার দেখে মনে করে ॥ কেন রাখ য  
 খেদ ॥ স্বস্তী মনে দিছারে তা কে কবে নিবেদ ॥ না  
 রব অনাবাস ॥ অনুমতি হয় যদি নিজ কার্য সা  
 রসমর্তী রস ভরে ॥ কৃপা কটাক্ষেতে ছের পাখি  
 নরে ॥ দেখ বিবাহে গাতিতে ॥ কেন জাব কর প্র  
 তিতে বিপরীত ॥ তব বিচার কেনন ॥ তদন থাকি  
 কেন দুখটি বদন ॥ ভাস পাইতেছি নাচই ॥ বগ  
 থাকিতে খেন নাবুয়ের তেজ ॥ যেবা লইন অশ্রু  
 তারে মিরাসুর করা উচিত না হয় ॥ দিব কাহার দে  
 লাই ॥ রক্তকে ভক্তক হল তার রক্তে লাই ॥ কি  
 পাইব নিদার ॥ বাজার দুখিত করে এক আবিচার  
 এই প্রত্য বর স্তনি ॥ বিনয় বচন ॥ তবে কেহ বিনোদি  
 ন ॥ মন অধিচার নটে ॥ আবিচার না পলে বি  
 দায় ঘটে ॥ হয়ে রাজার মন্দির ॥ আবিচার কার ব  
 তে কে গুণমণি ॥ রাজ বিচার লক্ষণ ॥ দুটোর আর  
 নট শিটেদের পালন ॥ দিবে তুমারের মন্দ ॥ মি  
 ত্রিবে আর আরি মুখ পণ্ড ॥ মন যে বিচার কোথ  
 তা হলে কি তব মনে থাকিত চেলা ॥ সাধু এই  
 বাক্য শুনে ॥ রসমর্তী প্রতি কবে বিদ্যমান ॥ প্রি  
 করি নিবেদন ॥ লক্ষ্য বসতি ছিল নাহা দশানন ॥  
 আরাগের মীতা নিল ॥ এক রমনীর আবেদন

দিল ॥ এবং স্ববংশে বিনাশ ॥ আর কিছু বলি শুন  
 পুরিয়া পুকাশ ॥ এক রমণীর আশে ॥ দৈত্য কুল রসা-  
 ন হৈল অনায়াসে ॥ একটা যুদ্ধ কিবা ছার ॥ লজ  
 হলে পদে মণিতাম তোমার ॥ যাব পীরিতেতে  
 তিহ ॥ তার কি মরণে ভয় হয় রসবতী ॥ যদি মৃত্যু ভয়  
 হত ॥ তবে কি এ অনুগত ছেতায় আসিত ॥ পুনঃ স্নান  
 বনোদিনার ॥ কহি কিছু মহতের গুণের কাহিনি ॥ চন্দ্র  
 গাছ করে গাশ ॥ তরীচ চক্ৰাল গৃহে জ্যোৎস্নার প্রদ  
 ॥ ১ ॥ বৃক্ষে যে ছেদন করে ॥ দেখহ তথাপি বৃক্ষ ঢাঙ  
 দেয় তারে ॥ এই মহতের নীতি ॥ অতঃপর যান  
 হই কর রসবতী ॥

রসবতীর উক্তি ।

পয়াব ॥ গতি বলে দটে এই মহতের নীতি ॥ আশ্রয়  
 প্রদান করে মনকারী প্রতি ॥ কিন্তু দেখ নীতি শাস্ত্রে  
 বিধি চমৎকার ॥ ভুজঙ্গ পোষিলে হয় আগুন সংহার ॥  
 কাননে কটক বৃক্ষ করিলে রোপিত ॥ সর্ববন হয় তার  
 এক্টে বেষ্টিত ॥ নীচ সংসর্গে ইষ্টম নীচত্বকে আর ॥  
 উচ্চের উন্নমতা থাকা তার দায় ॥ পীযুষ বৃক্ষে গৌরী  
 কোণে মাত্র দিলে ॥ নষ্ট হয় পয়ো ঘট শাস্ত্রে হেন বলে ॥  
 মৈত্রী যত গজোদকে কপোদক হয় ॥ বিবাক্ত অমৃত পান  
 মরণ নিশ্চয় ॥ উজ্জপ প্রকার হয় দুষ্ট সহ বাসে ॥ অশ্ব  
 তরা গর্ভধারি আপনারে নাশে ॥ অতএব দুষ্টে কভু নাহি  
 দিবে স্থল ॥ ভুজঙ্গ কইতে দুষ্ট বাথষ্ট প্রবল ॥ তাঁহি  
 যন্ত্রেতে বশ হয় সর্পচয় ॥ দুষ্টেতে করিয়াও বস নাহি  
 শকা হয় ॥ তাই তরাই তোমায় মণিতে আশ্রয় ॥ উপ-  
 পাতি প্রতি প্রতি গতি ধর্ম নয় ॥ পাতি আশ্রয়না নারী

যেই কুলবর্তীণী অরুণিক কপন প্রীতি হয় অন্য প্রা  
 য়ার। দেখে পূর্ণ শনি প্রভাহ উদয়গতারা কিত  
 ল্যোতি তারাতে হেরয় ॥ তাঁদের বসন্ততে মদন  
 কাণ্ড হয় ॥ তাঁদের কি কলুওহে জগা বোণা হয় ॥ ই  
 রূপজিহ্বা পেদে মণিরাছে রতি । রতি কীন্তে তাঁহা  
 নারিঃ জগা মতি ॥ জান তনু তাজে যদি খনি খনি প  
 রুণাপি সত্তীতে নাহি পতিততা ছাড়ে । পতিত  
 এই পূর্ণাপর বিধি । তাহে প্রতিক্রিদি কেন হ  
 নিধি ॥ কেন যিছে শূল সম নিশিত বরচন । বা  
 আনা প্রতি করিছ কৌপণ ॥ দেবদাদি গন্ধর্ব বৃক  
 আর নরে । কেহ সুখী নহে ওহে উপপত্তি করে ॥ ন  
 স্থানে নানা দণ্ড হয়েছে সবার । লবিদ্যার জান মন  
 জানার আর ॥ উচিত না হয় বল দেবের চরিত্র । ন  
 চরিত্র কিছু শুন মাপ পুত্র ॥ যেই নারী পরিহারি  
 নার পতি । অন্য পাশে অনারাহস সুখে দেয় রি  
 য়োনের অছরকায়ে হয়ে উন্মাদিনী কন্য পক্ষ  
 করি হয় শিচারিণী ॥ ক্রমে যত উপপত্তি করে শয়  
 কুণিমাতি পায় কান বৃদ্ধি হয় বেদ ॥ যেমন জন  
 কৃত গতি কর দান । তত প্রজুলিত হয় নাহিক মিত্র  
 এই ত যে কুলটীয়া প্রায়ান্তস্থান । দূতী বচন নিরো  
 দিগদারস্থান কতীরা কহায় হয় জুবহার শের । এ  
 দিগদ মণিগদারে ভ্রমে নানা দেশ ॥

কুলটীর যন্ত্রণা  
 নকদত্তী গদ্য চন্দ্র গদ্য করিয়া কহিওছেন  
 শাপদত্ত শরণ কর  
 এই নকল কুলটী শ্রীগচর পদবর শেষ

## সত্য-সুখানন্দ

ইয়া এই কলঙ্ক কিছু করেন। যেহেতু আমি কি  
 কৃত্য করিয়াছি। পূর্বে উত্তর কালনা বিবেচনা করিয়া  
 গীতনাহংকারে অজানতা প্রযুক্ত প্রাণপতির প্রকোপ  
 ক্লান্ত পানকে পতিত হইতে চাইল। হারি হারি  
 ও পাপিনী কেন স্বকরে বিবাহের পরিমাণ কলকূট পাপ  
 রিমান। যদি প্রাণকাতুর পদ প্রাপ্তে স্বরূপাণ  
 নিকিতান তবে ইহিকের ও পরিত্রিকের দুই দুখ তাহা  
 প্রাপ্তের কোন উদ্বেগ থাকিত না। হাইউক কোন প্রকার  
 কোন রূপী অভাদশ ভ্রম বশতঃ যৌবন মনে মত্ততা  
 প্রযুক্ত প্রাণনাথের অপ্রিয়া না হয়। এবং তার  
 কান রম্য। যেমন অকুলে কুল মণিতে স্বচেষ্টিত। শী  
 তা শীলে কুম্ভের অনশীলন ইচ্ছিতা ও মানকে পাপে  
 শীতে নিয়োগে নিয়োজিত। ও জ্ঞান প্রদীপে অজান  
 তা সেরনে অধোবিতা ও মনকে বুদ্ধিত বরণে অ-  
 ন্যস্তিত। ও পদকে বিচরনে। কাম্বিতা ইত্যাদি ক্রিয়া  
 পদক না করেন। কারণ এই লম্বুহ ক্রিয়া প্রাণের দু-  
 পার কলঙ্ক দেখিতেছি এন সিন্ধ ভাঙ্কন। প্রযুক্ত উত্তর  
 প্রাপ্তের দিক পাপ অর্থ টুকান করে করিয়া ভি  
 লম্বুহ মানা দেশ ভ্রমণ করিয়া থাকেন। তাহাতে পাপ নি-  
 যোগি অপার সাধারণ সকলেই এই বৈষ্ণবগণের কাছাকা-  
 দখিতে পাইলে পরস্পর কহেন। যে শুধে তাই গৌ-  
 বৈষ্ণব। যেটা বরম কালে বড় রূপা ছিল। দেখ যে, দুখের  
 ভ্রামতে আপন হারিতে নাগর কুল নাশিতে থাকি। তাহে  
 তাই একগুণে সেই মুখে জয় হরি চাউ। খেতে পাই গো-  
 ল, একগুণ কি লঙ্কার কথা শুনিতে পাই। হাহা। এত  
 সমুখে দেখে সমুখে হাসি রাখিতে পারি না। দায় কি



(আশ্চর্য) পূর্বে এই বৈষ্ণবী যে ক্ষেত্র লক্ষ লক্ষ ৮  
 গনের প্রাণ অনায়াসেই বিরহে বিদীর্ণ করিত। এ  
 সেই ক্ষেত্র প্রক্ষেপ ক্ষেত্র লোমোৎপাটন অর্থাৎ  
 লোম শূন্য হইয়া পিঁচটিতে চন্দ্রবদন পরিগ্ৰহ হইয়া  
 হায়ং কলিটী হইলে তার কি এই সমাধি ঘটে আবার  
 কেহ ডাই হে বেটীকে দেখে এখন ভয় করে। কেহ  
 বীণা যথার্থ বলিয়াছে হেমদেবী ধিরে ২ ওতবদন  
 নের মায়া জড়িত আছে কুন্ডি ডাইনের মন্ত্র জ্ঞান  
 কোরলে ওহ ভা কন হে তখন ও বৈষ্ণবী ওত  
 নিষ্কর নাথ শোভিত মানা থাকার ঐমিকগণের  
 পতঙ্গ পাতেছান অনবরত রত থাকিত একনে শ্রেই  
 দস্তাভাব বদনের ত্যাসন জানি হইয়া কর্মকানন  
 তার মত নরক্ষণ লক্ষন হইতেছে। কেহ ওতবদন  
 বৃদ্ধাবস্থার স্তাবই একে আবার কেহ কেহ হায়ং  
 বৈষ্ণবীর পয়োধর ঐম ব্রাহ্ম্যর রাজা হইয়া আক  
 বৃদ্ধ ঐমিক ঐক্যগণের কর মিতরেই গৃহণ করিত এ  
 নে সেই পদযাত্র করীভাবে রাজধর্মের কর্মে মগ্ন  
 হইয়া লম্বীতে চক্ষু চটিকা পতঙ্গ প্রায় হইয়া রামচ  
 নলের কর্ণের মায়া লটপট করিতেছে হায়ং কি দুর্দশ  
 কেহ কেহ বন্ধু হে তখন এই বৈষ্ণবীর পাছার গা  
 দর্শনে নাগরগণ ভোহিনি জানে সুখ আশে পা  
 দর্শনাই ভ্রমিত একনে লক্ষ্য মজিকায় কি আকাশ  
 এই পাছা প্রভর করিতেছে তাহা বিশেষ ক্রমে ক  
 দেখি। ইহা শ্রবণমাত্র কেহ কহিতেছে যে স্রীলোকটি  
 গৌর নাড়িকপ সমিধে যে কামকূপ আছে তলমাগরে  
 সন্নিহিত তাহার সন্ধি অর্থাৎ যোগ আছে যেহেতুক পুরু

৭৪  
 পুত্রের প্রেমালিঙ্গনে রসসাগর উত্তোলন হইয়া কামিনীর  
 কামরূপে বেগবতী হইয়া থাকে। তজ্জন্য কামরূপে  
 রসবারি প্রদর্শন হয়। ইহা কি নিশ্চিত কি অগুণ্ড যৎ-  
 ক্ষণাৎ জীর্ণগেরা পুরুষের প্রেমালিঙ্গন মনে চিত্তা করি-  
 বেন তৎক্ষণাৎ আপনার কামরূপে রসবারি দৃষ্টি করি-  
 তে পারিবেন ইহা সর্বজন জানিত বটে কিন্তু পুরুষের  
 প্রেমালিঙ্গন বাতীত কদাচ ইহাতে পারে না অতএব এই  
 বৈষ্ণবীয় পুরুষ প্রেমালিঙ্গন বিহীনে রসসাগরের স্বল্পত  
 ব্যতীত কামরূপ পক্ষেতে পূর্ণতা হইয়া বুদ্ধি সেই  
 গন্ধে পারিতত্ত্বের গঁড়ো। "হইয়াছিল কিন্তু এই রসসাগর  
 নারিত পাতায়াত যাতীরেকে উক্ত পক্ষ নমুহ ও পিত্তের  
 গঁড়োটি পচিয়া কিস্কিৎ শুষ্ক হইয়া চিন্মা গন্ধ নিগত  
 হইতেছে তজ্জন্য উক্ত মল্লিকারী এই চিন্মা গন্ধে আন  
 নে জানে প্যাম্ভে ভান্ভে স্বরে পাছা প্রফুর করিতেছে।  
 এই বাস্তব প্রত্যয় মাত্র সকলে হাছা হীহী ছন্দে করে গায়  
 আস। হইয়া কে কাহার অঙ্কে চলিয়া পড়ে তাহার  
 নীমা নাই। অতএব হে সাধু পুত্র কুলটা জীর্ণগের মল্লি-  
 কায় হীহী হাস্যময় প্রাপ্ত হয়। ইহাতে কুলটা জীর্ণগের  
 আদ্যাত্ম যশা বিশেষ রূপে আনি জাত থাকিয়া কি  
 প্রকারে তৎপৎ গামিনী হইতে পারি এবং আপনি  
 সন্নিবেচক হইয়া যে অসজ্জ্বল পুনঃ উক্তি বর ও  
 কেবল আপনার বুদ্ধির গর্ভে থকি ও গৌরবের মৌরী শূন্য  
 করিতেছে দেখেছে পণ্ডিতগণের এমন দুর্ভাগ্য আছে যে কুলটা  
 জীর্ণগের গতি নাই।

গঁড়ো অর্থাৎ জলজলতা গণের মূল।



কামাধিক লাক্ষ্মী গজেন্দ্রী তদ্বৎসনা উপপাত্তি কতক প্রাপ্তি  
 হইতে হয় । এবং কুলবর্তীতে যজ্ঞপ পতির মনরঞ্জন  
 প্রদর্শন করে । যজ্ঞপ কুলটাকের উপপত্তির মনর-  
 ঞ্জনা হইতে হয় । এবং সাধী সতীগণে যে প্রকার স্বপ-  
 ত্তির দামোদ্ধ কৰ্মে প্রবর্ত হইয়েন । সে প্রকার কামাধী  
 ককেও উপপত্তির দামোদ্ধ কৰ্মে নিয়ত নিযুক্ত হইতে  
 হয় । তবে যে মহাশয় যদ্যপি দামোদ্ধ দশাই ঘৃণিতনা  
 যেন কেন অনর্থক চাকুরের জ্যেষ্ঠ কুব্জের ভোগ দেয়া  
 বা দীর্ঘের সিংহাসনে শূণ্যলোক স্থাপিত ও কবির মতি  
 হীনতাক জীর্ণিত ও গকড়ের মুখা কাকেরে সমাধিত  
 গজমুক্ত অজ্ঞা শীঘ্রে খচিত ও পদ্যবনে মুক্তকণ্ঠে নিবো-  
 দিত ইত্যাদি করণে কি কৌরব্য । যদি বল কুলটাকগণের  
 উপপত্তি পদমোদর পরিবর্ত হয় তবে কি সতীগণে পতি  
 সত্য বিনিময় পাননা অর্থাৎ অবশ্যই পান । এটি  
 যে যে সতীর পতি বিলাস হইলে আর পতি কখনের  
 পূর্ব মতি এবং বিধবা সন্তান পেওঁ প্রায় জীবিত হইত  
 এবং যদ্যপি পশ্চিমে সূর্যোদয় হয় ও উপসন্ন্যাসে  
 পদমা ত্যাগ করেন ও মল গণের মতি প্রাপ্ত হয় তখনও  
 সাধী সতীগণেরা তিলেকের নিমিত্তেও বিধবা যজ্ঞপ  
 ভাগ করেন এবং সতী গণের পতির মৃত্যুপাতিত হই-  
 লেও মৃত্যু না হবার সম্ভাবনা ও হতু এইপ্রকৃ সতীগণের  
 সতীত্ব শক্তিতে মৃত্যু পাত জীবিত হইলেও সতীগণের  
 সত্য উদাহরণ সতী শিবসুন্দরী ও সতী মন্দনের রতি ও  
 সতী সাবিত্রী ও সতী বেউলা ও সতী মন্দোদরী ইত্যাদি  
 এদি কহ যে সতী মন্দোদরী এ উদাহরণে কি প্রকার  
 "তবে তবে শুন শ্রীরাঘচন্দ্রের এমনদুক্তি আছে যে যদ-

কথি নারীর দোষ-দলীয়ানগের চিত্র। না নির্ভর্য হইতে  
কথি জীগণের। সহকারী। থাকিবেন। একাক্ষর। সন্ত  
মহাদেশবীরকে এইদ্বাছরণে বিরহিত। কল্যাণে। অতএব  
তদ্বিধিতে বর্ণিত। যে সতী জী গণের আকর্ষণার্থে। সহ  
থাকিবেন। সুযোগই আছে। আর সতী নারী গণের স্থান  
কোথায় তাহাও বক্তব্য। যে স্থান পূর্বে অত্র রাজার  
চিত্রাভিনিয়োগে করণ। দেখে যায়। সতীকে শাস্ত  
দান্যে ধারণ করেন, ও রাধা সতীকে প্রীতি কল্পে বহন  
ও শুলসী সতীকে কিছু সম্বন্ধে ধারণ করেন, ও গঙ্গা  
সতীকে গঙ্গাধর শীরোপরে অবধারণ করেন, ইত্যাদি।  
অতএব যে ওও বেশী ইহা হইতে জীগণের আর অধিক  
সম্বন্ধ কি আছে স্বীয় বিবেক দ্বারা অবগত হও দেখি  
আর অসংগত যে কি পর্যন্ত নরক ভোগ তাহা অবা  
ক্তব্য হইলে। বক্তব্য। যে স্থান প্রতি পাতে  
সম্বন্ধ হইবে। দেখে যে পুরুষের মনঃ স্বস্তীতে সন্তোষ  
করিতে পারেন। ও কল্পে বাস্তব কুটন্যাদিতেও সন্তোষ  
করিতে অক্ষম হইবে। অতএব জীগণের ভবিষ্যৎ ভবিষ্যৎ  
পূজা-পূজা-পূজা জোড়। যাবা যাবা মেহো মালী পিণ্ডে  
পিসী স্বস্তর স্বাস্ত্রী শাল। পেলক আলী মায়া পিণ্ড  
জোড়শাম খুড়শাম ও আর অন্যান্য পাড়া পড়সী ইত্য  
দিতেও বাস্তব মনঃ সন্তোষ করিতে অক্ষম। তাহার মনঃ  
সন্তোষ করা যে কি পর্যন্ত ঘোর নরক তাহা আপনাদ  
সুবুদ্ধি শক্তি দ্বারা বিবেচনা কর দেখি। এতাদেশ  
কুপণে যো রক্ত জীগণকে প্রবেশ করাইতে বাধ্য করে  
সেই ব্যক্তি ইহা কি পর্যন্ত ঘোর নরক তাহাও বিবে  
চনা কর দেখি। আর দেখে আপনি স্বীয় প্রিয়সী

প্রাপ্য প্রেম নিদি পৱিত্যাগ পূরঃসর স্বপার জলধী  
 প্রেরণ প্রায় অপ্রাপ্য প্রেমোচ্ছায় সতীর সজীৱ নাচান  
 মনে মহাপাপে পদাভিষিক্ত হইতে মনোভিষিক্ত  
 বিতেছ একি তর পক্ষে শ্রেয়ঃ তব । কনকে পাণ্ডি-  
 শাদির কি কণিত আছে ।

শ্লোক ।

সকুবানি পৱিত্যজ্য অকুবং পরি দেবভ্যে ।

প্রবানি তস্য মশাস্তি অকুবং নট্ট বেবং ॥

অর্প । নিশ্চিত বিষয় ত্যাগ করি যেই জন । অনি-  
 শ্চিত বিষয়ের করে আকিঞ্চন ॥ নিশ্চিত বিষয় যে  
 গ্রহণ নট্ট হয় । অনিশ্চিত বিষয়ে চেট্টা মিথ্য। হয় ।

গদ্য । ভগ্নবেশী এই সবুহ বাক্য শ্রবণ মায়েই অ-  
 পার আশা মৈরাশা জানিয়া জানের দফা দকা রহা  
 ইয়া নেতের পলক রহিত হইয়া নাকি প্রায় তাকার  
 ত বুল্কা মুখে হাঁ করিয়া ভেলংকরে চাহিয়া রছিলেন।

দাসী কতক সাধুসত্তের মন্তক, মুণ্ডল ।

বিপদা ॥ অসো মুখে ভাবে ক্ষণে কেন আর কুবং  
 নিদ্রায়ে করি আকিঞ্চন । মিছা কেন করি চিন্তা, আলয়ে  
 পড়া, এই বেলা করি অনুেষণ ॥ আর কেন দিবে  
 মো, বাসকের মত কায়া, অবসরা হতেতে রজনী ।  
 ভাস্কর উদ্ভিত হলে, অমনি ত ছর হলে, মুণ্ড খণ্ড ভিৎস  
 এখনি ॥ দারদার কেন আশ, সুখিলায় সর্বনাশ, রাজি  
 গাম সারি মাত্র হয় । এতদ্রূপ ভাবি তত্র, মিড্রায় স্বপ্ন  
 ত্র, গাত দালি নেত্র মুদ্রিয় ॥ চেতন হইল নাশ  
 গামায় নহিল দ্বাশ, রহিল বিহ্বলে সগদাগর । ওনহ  
 মসিক গণ, রলে রসাইবা মন, রম ভাস রমের নাগর ॥

জানিই মনের মন, চেতনের মন, জিন্দে আঁত  
 রসবতী। উল্লাসিত জুয়া ঘণে, হাশিলে নিজে গগনে,  
 যেম খোজি মিশা গতি। একপা হেরি শুধু, শুধু  
 বেশি মখাঙ্গন, পরসর চপে বনে। ইতি শুধু  
 ভাষা আত্মে কহিতা হয়ে, পতিত হইল মিলি তলে ॥  
 দায়বীর অজ, পুষ্পক শরীর মন, অসহ্য হইয়া সাধা  
 পায়। সেই অজ শরাসনে, মিলিইয়া শরাসনে, তাপত  
 দায়কপদ দাঁড়। একেউ কোরো বিপদ, শতভেদে, শতধা  
 পদ। মতি হুজুর জনা পদ। নানা বিষ বাক্য ছলে,  
 বস্তুর বাক্য ছলে; ছেদিলেন এতক রজনী ॥ আশাদ  
 ৩৫ উদ্বীর্ণ বিরহে মদা বিদীর্ণ, শীর্ণ কদম্ব জীর্ণ  
 দেখি। স্মৃতি। নিজে ভূষণে, মিলিভূ হয়ে ভূষণে,  
 বসন্ত পতিতি শব্দমুখী ॥ কে জানে একুলাঙ্গার, কুল  
 কাঠের অঙ্গার। কুলঙ্গার করিতে এসেছেন আইহ কি  
 দালাই, মোখার আপদালাই, টাকির জামাই হয়ে  
 আছে ॥ চিহ্নি একি কয় ভৌগ, বাগের ঘরেতে যোগ,  
 তুলসীবটম চুই বসন্তী ॥ ছিরাগ খচিত খাঁচা, তাকে  
 যেম কলি বোঁচা, এই বোঁচা সাধুর মস্তকি ॥ এই মলি  
 মলি মলি ॥ ক্রেমি হুই বহু মুখী, মিলিবে না পায়  
 উপায় ॥ মোমাবেশ পরিহারি, মোম ভাবে মলি নারী,  
 সাগু পাশে ধার পাশে ॥ মিলানিও সাধু মস্তে, সত্য  
 মিলে আসতে, কাব্য চৈত্বে জিয়া আরম্ভিল। কেহ খর  
 কাইরা, মস্তক মুগ্ধ করে, কেহ অর্ধ গোপ বিনামিল ॥  
 কেহ চক্ষু পদ-ভূমি, ছেদিলেন মোমাবন্ধী, কেহ  
 উল্লসন করিল। কেহ অতি হয়ে মল্ল, অচল ক্রেমিতে উগ  
 শব্দগা নাশাগ কাটিল। এই রূপ কহিতা, সবে শাকু

১০০  
 গারে গারি, ছলে বলে বাগিনী পোছারি। ছল উদর সমর,  
 ১০১  
 ১০২  
 ১০৩  
 ১০৪  
 ১০৫  
 ১০৬  
 ১০৭  
 ১০৮  
 ১০৯  
 ১১০  
 ১১১  
 ১১২  
 ১১৩  
 ১১৪  
 ১১৫  
 ১১৬  
 ১১৭  
 ১১৮  
 ১১৯  
 ১২০  
 ১২১  
 ১২২  
 ১২৩  
 ১২৪  
 ১২৫  
 ১২৬  
 ১২৭  
 ১২৮  
 ১২৯  
 ১৩০  
 ১৩১  
 ১৩২  
 ১৩৩  
 ১৩৪  
 ১৩৫  
 ১৩৬  
 ১৩৭  
 ১৩৮  
 ১৩৯  
 ১৪০  
 ১৪১  
 ১৪২  
 ১৪৩  
 ১৪৪  
 ১৪৫  
 ১৪৬  
 ১৪৭  
 ১৪৮  
 ১৪৯  
 ১৫০  
 ১৫১  
 ১৫২  
 ১৫৩  
 ১৫৪  
 ১৫৫  
 ১৫৬  
 ১৫৭  
 ১৫৮  
 ১৫৯  
 ১৬০  
 ১৬১  
 ১৬২  
 ১৬৩  
 ১৬৪  
 ১৬৫  
 ১৬৬  
 ১৬৭  
 ১৬৮  
 ১৬৯  
 ১৭০  
 ১৭১  
 ১৭২  
 ১৭৩  
 ১৭৪  
 ১৭৫  
 ১৭৬  
 ১৭৭  
 ১৭৮  
 ১৭৯  
 ১৮০  
 ১৮১  
 ১৮২  
 ১৮৩  
 ১৮৪  
 ১৮৫  
 ১৮৬  
 ১৮৭  
 ১৮৮  
 ১৮৯  
 ১৯০  
 ১৯১  
 ১৯২  
 ১৯৩  
 ১৯৪  
 ১৯৫  
 ১৯৬  
 ১৯৭  
 ১৯৮  
 ১৯৯  
 ২০০



করি, করে সাধু সন্দেশ গমন। ফেরৎ বশে তার, দালী  
 রে সযনে ধায়, সাধু তাহে আরো জ্বলাতন ॥ উগ্ৰাভ্যুত্থ  
 গরৎ, চলে যায় করৎ, ধরৎ চরণের গতি। চাকুর  
 জামাই শুন, কহে সখী পুনঃ। কাব্য রসে করিছে  
 মিনতি ॥ মাধীখাণ্ড কথ্য। রাশ, যেওনা হে থাকে,  
 এহে সখী চটনাৎ। হইয়ে মাথের বঁধু, বিবাদ ছাড়িছে  
 সাধু, কেন কব বিচ্ছেদ ঘটনা ॥ দাঁড়ীর প্রতি রাগ বৃদ্ধি,  
 বিদগ্ধ হবে কাব্য সিদ্ধি, একেবল অজানুদিতব। শব্দক্লেশ  
 করে রাহি, ছুটি কটি প্রায় বন্ধ, হায়ৎ কারে কি বা কব ॥  
 দাঁড়ীনে জ্বলাতন, বাক্য ছলে নানা বিধ, ভ্রম সনা করয়ে  
 পায়া ॥ ১০০ সঙ্কট বৃন্দকার, দংশন করিছে কার,  
 জ্বলাতন ॥ ১০১ সাধু যায়। বটীর বাহির হয়ে, শ্রীহরি  
 গরন লভে, দ্বালয়ে চক্রে অতি রাগে। সনাতন রসবতী,  
 পতিব্রতা সাধু সতী, এঁই নানা হয় গুণা ভাগে ॥ সতীর  
 সতী হু জন্ম, বিভাবনী পারাগ, অমনি হইল সেইক্ষণ।  
 চক্রে চক্রিকা হু। কাশ হইল দিন, প্রাচ্য হইল  
 কাবাগন ॥ কে। অখিল ভেদে, গাণকর পঞ্চদশে,  
 এত তাহে কাভাল তুলিল। হিরামোহন নিয়ন,  
 দাবা দান পাণিষা, পাকসাটে ডাক আরম্ভিল।  
 বঁউই পাউই গিয়া, ক্ষুটিকজল কাকাতোয়া, ময়না মায়।  
 শব্দ শব্দী। ফেরাদি নগ্নন পুজি, ফিঙ্গে সারেঙ্গ  
 যৌছুজি, নীলকণ্ঠ লালমোহন নুরী ॥ মারস পেদার  
 বাজ, ১০০০ কী ভিমরাজ, ভরত ফুল টুলী আবেশ।  
 তুলোদ্যুতী গুড়কড়ি, মাচরঙ্গা পানকৌড়ি, দ্বারজ  
 বসন্তবোরা সেন ॥ দশপিপি ধড়িয়াল, কুঙ্কো ধুমু গড়ি-  
 বাল, তোতা হরিয়াল হাজার দস্তা। চণ্ডালো কাফনা

খী গগকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে সে পাণ্ডিত্য কোথায় ।  
 তত্বেই কাক শ্রুত মাত্র সখীগণ দণ্ডায়মান হইয়া গগবাস  
 পানিপটে অরুপটে কহিল যে হে ঠাকুরানী দাসী গগের  
 কক্ষিঃ নিবেদন আছে অনুমতি হয় পুকাশ করি ।  
 সুধামুখি সুধাইলেন নেকি, সহচারীরা কহিতেছে, ঠাকু-  
 রানী শুন । মাতা পিতার অনিষ্টকারিকে তৎ অত্যা-  
 শংসেরা কি পুকার ব্রহ্ম করে রসবতী সজিনীরাও তৎসদৃশ  
 গুণে ঈষদীষদ্ধাস্যমাননে কহিলেন যে মাতা পিতার  
 অনিষ্ট কারির পুণ দিনটো কাটি চলেছে পাণ্ডিত্য  
 যে মা তখন সহচারী ব্যাচেরা কহিল যে সে নকের পুণ  
 দিনটো না করিয়া মাশা কণের অগুণাগ ভীষণ গল্পে মগন  
 হইতেছে কেশ গোঁপাদি চক্কর পক্ষ ক্রপুত্রে ভেদ  
 পাতলী দুগলন ইত্যাদি বরিয়াছি । সত্য কহিলেন  
 কি পুকার । তখন সজিনী ব্যাচেরা পদ্যমুখীর পাদ  
 ব্রো আদোপাশ্রমন্ত বর্ণন করিলেন রসবতী কহা  
 শব্দে তত্বের যজ্ঞপ হয় তজ্ঞপ হইয়া কহিলেন যে তৎ-  
 বা কেহ আমার পাননাথে আনিয়া দেও যেহেতু কে  
 মিস্ত্র ব্রতায় সেই পানকামের পদ পুণ্যে না কহিত  
 ইলে আমার সত্যীকরণের কয়ে অসিততা হইলেন  
 আদম । অতএব সর্গারে শীঘ্র গমনে সেই বিগুণকে  
 পদার নিগুহ ভোগ কহ । তার নিশির ব্যাপার কাছ  
 কদ জাত করা হবেনা ইহা বিশেষ রূপেই সজনের  
 জানিত রাখিব । কেননা গত নিশিতে যে ভাষাবাদ  
 ত্তি রূপ ধরিয়া আসিয়াছিল তাকে জামতা বকেউ  
 কলে বিশ্বাস করিয়াছে তজ্জন্য তৎ পরিবর্তে পিঙ্গ-  
 বাথে আনিয়া এই চন্দ্র বেশীর গমন সত্যী কপুত্রে

রাসিনীয়া হিত সন্মাদন করিব অর্থাৎ সকলেই জানিবেন যে ইনিই কলা আসিয়াছেন ইহা প্রকৃত যাত্রা দানস্বর্গে কহিল যে আজ্ঞা চাকুরাণী জগন্নাথশ্রী পুত্ৰোত্তরা বটে শ্রীমুখের আজ্ঞা হইলেই আজ্ঞা বাহিনীরা শ্রীহরি স্মরণে শ্রীহরি করে রসবতী কহিলেন তবে বিলম্ব কি। দানী পনেরা কহিল বিলম্ব আপনার হস্ত চিত্র পত্র। রসবতী কহিলেন সে বিলম্ব সবেনা দেখলো রাস্তা কাশের কুণ্ডল সম সরাস্ত শরে আসার পুণ্যক হইতেছে। গজগামি নার এতাবদ্যাক শুনিয়া গজ গামিনী নামে এক মথী গজ গমনে রসরাজ সমিধে শিবি সুখাত্মা করিলেন। এখানে একক রাজ্যে রাজপুত্র নামে এক নৃপ মহাকরে স্বকাঙ্ক্ষার সহিত কষ্ট দর্শন করিতেই নাই। অদম্য হইল, অনন্তর রাজপুত্র গাত্ৰোত্থান করত আশ্চর্যান্বিত চিন্তা করত। কঙ্কর বিরহানন্দে পালবর শুক্ল উরুর পুর উত্তর করে পুঙ্খলিত তাহে কঙ্কর বজ্রের দায়বত ছুই ঘরে উৎসাহিত ও মদনের অন্যর্থ মন্থনে পীড়িত হইয়া দাঁত খাশে জতি বাহু উদ্বিগ্নেরে হার পুষ্কাস্য অঙ্গ উহ ওহ ইত্যাদি স্বর নির্গত করিতে। বাটীর বাহিরে অশ্রু শাল নিকটাবর্তি পুষ্পোদ্যানে মনোমগ্ন পাণ্ডিতে প্রবাস শিব নন্দিরের রোশকে গাত্র ঢালিয়া ইতস্তত লুপ্তিত অথবা ছটকট করিতে থাকিলেন ওদনকর ক্ষণকাল বিলম্বে মোক লজ্জা ভরে ভীত ভাবিয়া পৈর্যাব-বধন করিয়া আপনার পরবেজিত পুঙ্খিতকে কি কণা ভৎসনা করিতেছেন তাহা অস্বয়মক পয়ার পুঙ্খকে নিবহা হইল।

নীলকান্দের উদ্ভিদ ভূমি ও পি. পাশে যাত্রা

ও প্রিয়ান প্রেরিত দাসীর সহিত সম্মিলন

୩ ତୃତୀୟୋପାଦେ ଗନ୍ତବ୍ୟ ।

[illegible]

বাল্য কত জ্বালা সবে ॥ বিবাহ অবধি স্মৃতি হইয়াছে  
 ভ্রম । ইথে কি তোমার বড় হতেছে সমুদ্র ॥ ছিছিং ছিছিং  
 ছাড় ঘেঁষাঘেঁষ । সম ভাবে সবে চল যাই সেই দেশ ॥  
 আহার করিছ কেন কুমন্ত্র সন্দেহ । ইহাতে কেবল ক্ষয়  
 হতেছে সন্দেহ ॥ হৃদয় তোমাকে লোকে কহে প্রমর্শীল ।  
 তবে যে নিদয় প্রায় হইয়াছে শীল ॥ রাজপুত্র সকলে  
 বুঝায় এই রূপে । কিন্তু দেহ দহে সদা ভাবিয়ে সেকপে ॥  
 পুত্রল বিরহ জ্বালা নাপারি সহিতে । চুপি রায় ডাকে  
 নায় ঘোটক সহিতে ॥ আজ্ঞা মাত্র সম্মুখে মহিন অগ্নি  
 হয় । নাথকান্ত বলে স্বরা আন সম হয় । অমনি মহিন  
 শীগ্ৰু যোগায় তুরঙ্গে । মৃগয়া ছলেতে মায় ত্যজে চতু-  
 রঙ্গ ॥ না জানিল রাজা রাণী এসব ব্যাপার । চলে রায়  
 ভাষা নিধি করিতে ব্যাপার ॥ দৃশ্যাদৃশ্য তস্য রূপ যেন  
 ভোজ বাজি । বিরহ জ্বালায় বেগে চানাইল বাজী ॥  
 কত দেশ যায় নিজ রাজ্য পারিবারি কক্ষ গুল প্রায় যেন  
 হরি পুত্র হরি । মনে বলে প্রাণ প্রাণ নিলে হরি ॥  
 পারিতোষ স্বচেতন থাকিলে পুহরী ॥ আহইয়ে সদা কেন  
 হরিং হরি । একথা কহিব কায় হরি হরিং ॥ গেল প্রাণ  
 না হেরিয়ে সেকপ লহরি । পাণি পুটে বলে দয়া করা  
 হে শ্রীহরি ॥ দেখাও হে স্বপনেতে দেখিয়াছি যায় ।  
 এই রূপ বলে আর মহা বেগে যায় ॥ ছেন কালে সহ-  
 চারী লয়ে করিবর । সম্মুখে মিলিল পথে যথা নববর ॥  
 আশ্চর্য হইয়ে রায় করে নিরীক্ষণ । ভাবেকে মাতঙ্গে  
 এল হেরি নিরক্ষণ ॥ এই রূপে চিন্তা কিন্তু করে দুইজন ।  
 মনে করে বুঝি মিলাইল সেই জন ॥ সুসার হইল বুঝি  
 অঙ্গ পথ আশা । আশার হইল বুঝি পরিপূর্ণ আশা ॥

দাঁছে স্থির হয়ে গতি করিতে নারিলো । সাধু বলে কেবা  
 তুমি করিতে নারিলো ॥ মন গত ভাব দাসী বুঝিয়া আ-  
 ভাসে । পরিচয় দিল তারে অমৃতের ভাষে ॥ গুনিরায়  
 সন্তাপিত প্রিয়া আবেদন । ছোড়াইহতে পড়ে মনে  
 পাইয়া বেদন ॥ স্বপন হইল সত্য একি চমৎকার :  
 প্রিয়া কষ্ট ভাবি রায় করে হাহাকার ॥ উদ্ধৃ হাতে বলে  
 কোথা অশতির গতি । পতিব্রতা হয়ে তার এতক দর্শ-  
 তি ॥ তোনার কি দিস দোষ সব দোষী আমি । কিন্তু  
 প্রভু তুমি সব আমি নহে আমি ॥ এইকপে নানা খেদ  
 করে ধরুকরি । করি হৈতে নারি দাসী করে পবাকরি ॥  
 অনুমানে কার্য সিদ্ধি জানিয়া যুবতী । বলে হৃদে ঢল-  
 নখা রসবতী ॥ কান্দিলে কি হবে কত কান্দিছেন ধর্ম ।  
 সবাকার সবাকার হাহাকার ধুনি ॥ মিছে খেদ কেন  
 প্রভু কব অনারত । উজ্জাপন কর গিয়া সতীত্বের ব্রত ॥  
 তুমি ভুলে আছ নাহি ভোলে তব সতী । পতিব্রতা  
 রাজ্যে তার নিমিত্ত বসতি ॥ উঠ কেন আর মিসারে  
 মসনে । চল ছে পরাই গিয়া রমণী ভ্রমণে ॥ দাসীর  
 হাকো স্ফাস্ত হয়ে নীলকান্ত । উঠিয়া বসিল যেন মণি  
 নীলকান্ত ॥ নয়নেতে অশ্রুপাত প্রিয়া করে । অঞ্চলে  
 বদন দাসী মুছাইল করে ॥ প্রেমনিধি দান প্রিয়ে তরী-  
 তে করিতে । দাসী সহ উঠে রায় স্থিরিতে করিতে ॥ গজ  
 রাজ্য পিছে লয় বাজী বন্ধি করি । প্রিয়া লেগে অতি  
 বেগে চলাইল করি ॥ যাইতে দাসী মনে ভাবে । না  
 জেনে কেমনে লয়ে যাই অনুভবে ॥ কি জানি যদ্যপি  
 দাসী বলে এটা কেটা । তবে এ দাসির মাথা বাঁচাইবে  
 কেটা ॥ এতক ভাবিয়া দাসী সুড়ি দুই করে । পরিচয়

হেতু রসবাজ চল করে ॥ অনুভবে বুঝি রায় তার স্বম-  
নন । স্বাক্ষরশে বলে ইনি তার সম নন ॥ দাসীবলে  
যাঁর পুত্র কুন্তিরে বিনাশে । পান্য কুট যত্র ঘেরি ডরে  
অনায়াসে ॥ এক বার কুণী হৈলে রোজা আর বার ।  
অজ্ঞ কি তারায় যষ্টি আর বারবার ॥ নীলকান্ত বলে সখী  
আছে তেন শোনা । কহিতে পড়িলে জানা যায় তাঁরা  
মাণা ॥ চুব্বক প্রস্তুরে লৌহ করে আকর্ষণ । থাকে কি  
প্রত্যু তাপ হইলে বর্ষণ ॥ ভূতনাথ পদ ভাবি কহে ভূত-  
নাথ মাগুহে নাগর তথা নাগরী অনাথ ॥

গদ্য । এখানে গান্ধার নগরে রাজা দাগী রজনার  
বতাল না জানিয়া কেবল একে জানেন যে কামতী মুহুর্তে  
পান অর্থাৎ দুই দণ্ড রাত্রে গান্ধারে গান্ধারান কনক  
বাগু সেবনার্থে ত্বরাজ্য হইয়া নগর ভ্রমণে প্রস্থান করি  
রাছেন । যেহেতু রসবতী প্রাতে এই বাক্যই ঘোষণা  
করিয়াছিলেন, ওদনদর দিগন্তে নিরব অন্ধারের চূড়ার-  
স্বরূপ করিলে উদয়চল হইতে পুনঃ পুনঃ তামস দর্প  
করিতে তারক, শুভলীনাগলাকার গগন মণ্ডলে প্রকাশ  
পাইলেন । এতবোলে রসবতীর দাসী রসবাজ সহিতে  
বাজপ্ৰীতিক্রম হইয়া গজরাজ হইতে আবরোহণপূর্বক  
সত্য সন্নিপে নাগর হইয়া মঙ্গল সমাচার প্রদান মাত্রেই  
রসবতী নববসে বসিয়া রসার্গবে নিমগ্ন হইলেন । অপচ  
মহাচারী গণেরা দানব সজ্জায় অবর্ত্ত হইল ও কেহ কেহ  
রসবর্তকে সুসজ্জাদ্বিতা করিতে লাগিল ।

রসবতীর সজ্জা ।

অমু ত্রিপদী । পূর্য দিন প্রায়, সতীরে সাজায়,  
যেভেক যবতী আসি । করে নানা বেশ, অশেষ বিশেষ,

আনি রাশীঃ ॥ হারে ঘেরি গলা, ঝটিতে মেথলা,  
 ঝটিতে আঁটিল দাসী । ধরি কুচকলি, কসিতে কাঁচলি,  
 নখে মিলে তুলে তাঁসি ॥ পদাদি যন্তুকে, দিল স্তোকে ॥  
 যেখানে যেকপ লাজে । কিবা কব শোভা, রতি পতি  
 লোভা, বিজুলি চঞ্চলা লাজে ॥ একেউ সেকপ, কটিমুখা  
 কপ, বিনা ভূষাতে ভূষিত । অরুণে কিরণ, দিতে বিতরণ,  
 যেন হয়েছে উদিত ॥ বুঝি মুখ শশি, হেরে ছিল শশি,  
 শুনো থাকি কোন দিনে । তাই মনেং, মনঃ অভিমানে,  
 কর হয় দিনেং ॥ সে অঙ্গে ভূষণ, কেবল দূষণ, সুশোভন  
 নাহি পায় । কালক্র যেমন, করয়ে লেপন, শিব রাসা  
 উমা পায় ॥ সেইরূপ ভায়, সকলো সাজার, বাঁহা মনে  
 এসে বোর । পতির সজ্জন, করিতে কেবল অঙ্গে উঠে  
 মলকার । নহে কি শক্তি, হিরঃ গজমতি, প্রকাশিত  
 নিজকর । কণ্ঠহার ছলে, আরোহিয়া গলে, স্থনে মাল-  
 য়াছে কর ॥ কেবল এঘোতে, রাখিতে এমতে, পরিচাছে  
 নানা সাজ । সেকপ অভ্যন্তে, পদ্মিনী প্রকাশিত, মনে  
 করে দিবা রাজ ॥ নানাদ্রব্য তাহ, নাহি শোভা-পাণ্ড  
 যেন বনাচ্ছর শশি । সে অঙ্গ উল্লাস, সদা পতি সঙ্গ  
 জামি বড় ভাল বাসি ॥

গদ্য । পরে এইকপ সজ্জা করিয়া রসবতী সাজনী  
 গঙ্গে রঙ্গে ভাঙ্গে প্রাণনাথের আশাপথ চিত্তা করিতে  
 থাকিলেন । এখানে নীলকান্ত মাতঙ্গ ত্যজিয়া তুরঙ্গকচে-  
 তরঙ্গ লোচনার বিরহালোচনায় মনানলে দহিতেং  
 পশুবাণয়ে সনাগত হইয়া অন্যান্য ব্যাপারান্তে স্বীয়  
 নাচিনী মন্দিরে উপস্থিত হইলেন ।



রসবতীর পতিসহ লীলা ।

পহাঁসি। রসরাজে ছেড়ি তবে যত সখীগণ । অধিষ্ঠিত  
সামন্ত প্রণমিত করিয়া চরণ ॥ আগছ আগছ বলে করে  
গছাষণ । হংসী মধ্যে হংস এমন রাজার নন্দন ॥ পুলকে  
পূর্ণিভা অঙ্গ হইল সবার । উৎলিল প্রেম সিন্ধু মহি  
পয়াবার ॥ রস রাজে রসবতী চক্রে করি লক্ষ । লোচনে  
লোচন রাশি স্থির হৈল গজ ॥ নীলকান্ত প্রিয়া মুগ্ধ  
করি নিরীক্ষণ । নেত্রে নেত্রে সমর্পিয়া এক দৃষ্টে রণ ॥  
উভয়েঃ ছেড়ি মোহ উপজিল । উভয়ের স্থির নেত্রে নীর  
দেখা দিল ॥ নীলকান্ত নেত্রে যেন নব ঘন প্রায় । যনং  
বর্ষে পক্ষে বিজুলি খেলায় ॥ অপর তীতিল খারা নেত্রে  
নাহি ধরে । চরণ আচ্ছিত হৈয়ে পাড়ে ধরা গারে ॥ সতীর  
লোচন যেন সজল নিরদ । শ্বেত পদ্ম ক্রমেঃ হয় শোক-  
নন্দ ॥ অক্ষ পাত অপর চইতে নুয় জপ্তা । মোহ রূপী  
ভগীরথ আনে যেন গজা ॥ চৈতরছে সতীর নেত্র ব্রজ  
নুতি প্রায় । নিম্ন পূজ কদম্বল শোভিতেছে তায় ॥  
মের নীর রূপে যেন অবনয়ী পায় । কুচ কুচ শস্ত্র প্রায়  
সুয়েন মাথায় ॥ বাহায়র কাচলি তীতিয়া অবশেষে ।  
নাভি বপো মতা বেগে ক্রমেতে অবশেষে ॥ সতী বে স্বর্ণ  
গিরি নাভি বে সাগর । এই তেতু গিরি হইতে পড়িছে  
নির্ঝর ॥ তথা চইতে অতি সুতে জানু বয়ে যান । মনে  
হয় জঙ্ঘ নুতি করেছিল পান ॥ হাতঃ ব্রজা যারে ধ্যানে  
নাহি পান । তেন গজা সতী চক্ষে আনন্দে খেলান ॥  
তাই বলি পতি ভক্তি কর সতীগণ । যারে ইচ্ছা জ্ঞান  
চক্ষে পাবে দরশন ॥ এই রূপ অপকূপ ছেড়িয়া উভয় ।  
স্থির নেত্রে যৌন ভাব বাক্য নাহি কয় ॥ কিকরিতে কি

সিঁহুরি শকরা ॥ রসগোলা রসে ভরা পান্ডু ছানাবড়া ।  
 ওলা খইচুর ফেনি গোলাবি পেঁড়া ॥ পায়সাম নানাবিধ  
 পিষ্টক কচুরি । বিবিধ ভাজন ছোকা লুচি কারি পুরি ॥  
 যতাস্ত রসাস্ত্র ভব্য এই রূপ যত । ফল কল আদি  
 যোগাইল কতশত ॥ তবে যুবরাজ সব যুবতী লইয়া ।  
 খাদ্য ক্রিয়া সমর্পিল আনন্দে মাতিয়া ॥ পাণ করে তহু-  
 নাদি তমুকুট পূম । সখীগণে আরম্ভিল গীত বাদ্য ধ্বন ॥  
 সখীগণের নৃত্য গীত বাদ্য ।

ললু জিপদী । লয়ে নানা যন্ত্র, করি এক তন্ত্র, করে  
 পুর সম্বাদন । কিবা পাণ্ডরাজ, অম্বর ভাণ্ডাজ, চাণীতে  
 কাটে গগন ॥ সেতার তবুর, বাজে সুমধুর, ধুঁধুরি  
 মাসরি তার । অতি খরতাল, বাজে খরতাল, সারেজে  
 রাগিনী গায় ॥ মোহিনী তখন, ভাঁজয়ে ইমন, রঞ্জিনী  
 ধূলিছে তান । কি শোভা মন্দিরে, বাজিছে মন্দিরে  
 বামিনী দিতেছে মান ॥ কল্যাণী ডাহার, কল্যাণ স্তনায়,  
 মুরনী মুরতি গায় । গাইতেছে গোদী, পুরবির গোদী,  
 মাড়ে ভাল দিগে তায় ॥ কেদারী কেদার, গাইছে  
 দেদার, কুমারী কামদ করে । যতনে ভৈরবী, গাইছে  
 ভৈরবী, মালতী মালকোষ ধরে ॥ কেহ অনিবার,  
 গাইছে মোল্লাব, কেহ প্রকাশিছে টরী । কেহ অতিবাট,  
 গায় ছায়ানট, কেহ খট বাগেশ্বরী ॥ বারৌয়া পান্ডাজ,  
 কহ বা খান্নাজে, জয় জয়ন্তী অীরাগ । মোহেনা নেহার,  
 মহং সিন্ধুগার, মালসী খিয়ারুট বেহাগ ॥ কেহবা  
 কানাড়া, কেহবা কানাকুড়, কেহ হাছির মুলতান । বাহারে  
 বাহার, মরি কি বাহার, বসন্তে মারিছে তান ॥ রান

কেনী ভায়, কমেতে যোগায়, দীপক গৌড় পলাশপ  
 তৈর আদিকত, রাগ শউর, শেষে মলিত বিভাষ । করে  
 কর ভাল, লয়ে কর ভাল, ভাল দেয় ভালৈঃ । করে  
 নীলকান্ত, সতী আগকান্ত, নৃত্য কর সব মিলে ॥  
 আজ পরি শিরে, উঠে ধীরে, যাহারি নাচে প্রবীণ ।  
 তবলগে চণী, খেলাঃ কটীঃ, থাকিটীঃ শিলা ॥ কেকে  
 মোড়িঃ ধেনে, থেটেত কেত্ গেগে, ধাকজীঃঃ ধনা ।  
 নাচেঃঃ, ডানা দেবের, ভাল উঠে ডানা নানা ॥  
 ক্রোশি বাজিছে, আহা কি নাচিছে, কেহবা দোলনে  
 দোলে । করে কত পাঁচা, দোলাইয়ে পাঁচা, চমকেঃ  
 চলে ॥ পরনে খেমটা, শুতিয়া ঘোমটা, কেহবা করেতে  
 পলি । আড়ে ফিরে যায়, আড়েঃ চার, হারঃ বজিহারি ।  
 ধোনা তেঙা লয়ে, কিজিকুটী বাজয়ে, দোখাক  
 তেখাক মান । নারের নিয়ত, বেহাগের গত, বাজিছে  
 সারিয়া ডান ॥ মাতিয়া তালেঃ, ছেলাতে ছেলাতে  
 গীতে নহেক উনু । পদেতে মধুর, নৃপুৰ হৃদয়, লদ  
 পদ কণ ধুগ ॥ ছেলাইয়ে বুক, ফেরাইয়ে মুখ, ধীরে  
 নান আভ । কেহ বাজ তুলি, চলে চলিঃ, কখন বা দ্রুত  
 গতি । আর কোন ধনী, লট পট বেণী, চিতাবে পাড়য়ে  
 প্রদা । কড় বা নাচিছে, কড় বা উঠিছে, নয়নেতে ভাল  
 দরা । বিদা অপকপ, মনোহর কপ, যতেক যুসতী গণ  
 তা তিলোত্তমা, লদশ উত্তমা, নৃত্য করে ঘনঃ ।  
 নৃত্য ছেরি রান, স্বঘনেতে চার, কামেতে হৈয়ে পীড়ি  
 ত । সতী বঙ্গ ছায়, যে দেখি তোমায়, কর পাছে বিপ  
 দৌত । নরেশ নন্দন, কহেন তপন, দেখিলে আছে  
 নানা রসবতী কর, শুন মহাশয়, জঙ্গলা মানে কি

রসবতীর পতি প্রতি উগা ।

৫. পরার । সতী কহে পতি প্রতি এ আর কি বজ ।  
 প্রতি চুরি করিতে কি হৈলনা আতজ ॥ নিদ্রিতা কনক  
 দুখা করিয়া ভজ । কেমনেতে বিবসনা করিলেহে  
 ॥ দাসী হই বলে বুঝি করিয়া উলাজ । মন সান্দে  
 মনায়ানে ছেড়িলে সর্কাজ ॥ মধুসূদ সাধে সখা তলে  
 নি ভজ । ছেলার করিলে লক্ষ পক্ষতের শজ ॥ সরো-  
 ত দহিলে হে প্রমত্ত মাউজ । বজছে সুদিত গায়ে  
 স কি পতজ ॥ আত্মহারা প্রায় কর য উপায় মজ ।  
 কেন পড়িলে পায় তার আশা ভজ ॥ অনুমান কর  
 কি থাও গাঁজা ভজ । নহে কেন ফাঁকি দিয়া কর বজ  
 ॥ বনে ফিরিতে হে চাপিয়া কুরজ । ধনুতে বশিতে  
 ও সিহজ পতজ ॥ ধনু ধারা রাখে নাহি দয়ার প্রসজ ।  
 ফাঁকা তার আছে সখা নিষ্ঠুর অনজ ॥

প্রত্যুত্তর ।

৬. পরার । নীলকান্ত বলে পিয়ে তাত জান পফে ।  
 অনুর অনজ অতি সবে দেব কটে ॥ শরে ভুরং অক্ষ  
 রিল সে দফে । তাই করি হেন কয় কেন হও কটে ॥  
 শর শর হৈতে তন লোচন উৎকটে । সেই জনা নাহি  
 রি নিদ্রার অনিটে ॥ কি জ্ঞান পিয়দী যদি কর খর  
 পফে । তবেত জ্বালায় জ্বালা বাড়িলে অরিটে ॥ সর্পিণ্ডে  
 পারিব কিনা কষ্টোপরি কটে । সেই ভয়ে তব নিদ্রা  
 নহি করি নটে ॥ ইথে যদি হৈয়ে থাকি দোষেতে পুরি  
 টে । ভাল মন্দ যাহা হয় করলো নিদিটে ॥

রসবতীর মান ও মানভঞ্জন ও নীলকান্তের স্বদেশ গমন ।

পরার । রসবতী বলে কি বলিব রসরাজ । যখন

ছরিতে তব নাহি হৈল লাক । চাহিলে কি পেতে নাহে  
 প্রাণ পুণ্য বঁধু । কেননে নিদিত পদে আইলেহে মধু ॥  
 যেবাছে নিতান্ত তব চরণ ভাষিনি । সেকি কভু নাহে ওহে  
 মধু পুয়ামিনি ॥ এত দিন ধরে রেখে লক্ষ্মণের কল ।  
 এক্ষণেতে বিলক্ষণ পাই তার ফল ॥ স্ববলে করিলে সখা  
 স্বকার্য্য সফল । আমার হইল কল কেবল বিফল ॥  
 এতেক বলিয়া ধনী করি অভিমান । অম্বরেতে সম্বরিয়  
 লাকে স্ববয়ান ॥ মৌনব্রতে ব্রতী হৈয়ে নমু শিরের ন  
 একপ ছেরিয়া রায় শিরে কন ॥ কেন প্রাণ অভিমান  
 কর আশা পুতি । অপরাধি হই যদি তব পতি ॥  
 যদি তাপে লম্বুপাপে শুক দণ্ড হয় । বল পুিয়ে দেহে  
 প্রাণ কেননেতে রয় ॥ রতি চুরি চেত হৈথে এত অভি  
 মান । তাও ফিরে দেই ফিরে মান তাক প্রাণ ॥ যাই  
 দিলে লহ পুয়ে পিরীতি রতন । লহ ফিরে লহ বদন  
 হয়ন ॥ লহ প্রাণ তালিকন মুখান্ত পান । দেই ফিরে  
 প্রাণ তোর লহ এই প্রাণ ॥ ইথে যদি অভিমান না  
 হয় তূন । দূতর ওকরে দণ্ড কর তূন ॥ মন ভোর বখি  
 রাখি যদি কারাগারে । কটাক্ষে গরল দৃষ্টি কব বারে ॥  
 লহ দন্ডে দণ্ড দিয়া কুচ গিরি বক্ষে । পদে দেহ পে  
 দেবী কে করিবে বক্ষে ॥ ভুজ ভূজকম পাশে রাখি  
 এবার । কেশ আকর্ষণে কর নিতম্ব পুষার ॥ ইত্যাদি  
 কিতাব ক্ষান্ত নাহি হও প্রাণ । অভয় পুদান করি চোকে  
 কর ভ্রাণ ॥ এত বলি ধরে রায় পুরসার পায় । সেকি এ  
 বলি ধনী পড়ে পতি পায় ॥ অকল্যাণ হৈল পদর  
 দাও । কেন শুরু শুরু পাপে ফেলিবারে চাপ ॥ ক্ষ  
 অপরাধ স্থান দিয়া পদে । কত অপরাধী দাসী আ

পদে ॥ তব সুখা বাক্যে অঙ্গ হৈল হে শীতল । অতি-  
 ধাম অনুরাগ গেল রসাতল ॥ এই রূপ রস ভাষে নিশি  
 অবসান । অলসে অবশ দৌছে দিবা নিশা যান ॥ সমস্ত  
 পাইয়া তবে হই নিদ্রা ভঙ্গ । আহার বিহারে সদা অন-  
 জের মগ্ন ॥ এইরূপ কিছু দিন তখান বসিয়া । কদোশ  
 'গেলেন রায় সঙ্গে লয়ে পুরী ॥ বোড় করে ভূতনাথ  
 করে নিবেদন । পতি পুতি দৃঢ় ভক্তি কর ব্রীক্ষণ

সবু পুত্রের অভাবে ওদীয়াদনার উপাচার  
 অতিক্রম ।

গদ্য : ইতপূর্বে ঐ ছদ্মবেশী শঙ্কু পুত্রের পক্ষা-  
 নদের মে'হিনী নামে উহার বনিভা উহার সহিত একাধিক  
 কাল বাগানে রহিত হইয়া সার মনে জনের নানাবিধ  
 চিন্তা করত একাকিনী দুঃখিনীর ন্যায় থা বসেন । পথে  
 দিবারময় হওত নভোমণ্ডলে মণ্ডলাকার সুখের নিকর  
 কর প্রকাশে বিরাজমান হইলেন । তদন্তর ঐ গুলবালা  
 'রজনীকাল কাল সদৃশ জানে ও মদনের পঞ্চ শরে কোথি-  
 লের পঞ্চস্থরে ও মন্দ মাক্রও আনিয়নে জ্বর থবৎ কল্পিত  
 কলেবর হইয়া চিন্তা করিলেন যে আদ্যকার দিবা কয়ে  
 কাটাইলাম কিন্তু নিশা কাটাই নাই হইল । আহার  
 যোজন তরনী কাপারী বিহনে বুঝি ঘোর বিবহ সাগরে  
 নিমগ্ন হওনের সম্ভাবনা হায়র উপায় কি । যে প্রেম  
 , পার্বক আপনি এ জগৎ তরনী পরিত্যাগ পুত্রের কোন  
 তরুণ তরণীর কাপারী হইয়াছ, ভাল হওং সুখে থাক  
 তাহাতে এদানী সুখী বটে, আহা ভাল থাক ভালবাসি  
 প্রত্যাগমন করুণা হইব । এতরূপ হাহাকারে অতি  
 রজনী প্রভাতে এক দিন প্রভাতে মনে চিন্তা করিলেন ।

এ অবস্থি গুণনিধি এদানীতে ভুলিয়া কৌখার রহিলেন কি কাহার কুহকেই পড়িলেন কি আমিই মনোমত, নহি ইহা ভাবিয়া মনোমত অঙ্কনা সঙ্গে রতিরঞ্জেই বা নাতিলেন তাহা কিছুই বুঝিতে নারি কিন্তু নারী হইয়াও বৈয়িধ পোড়া পোড় নদনের পোড়াতে আর পুড়িতে পারিনা। এবল্য কার চিন্তাওবে মগ হইরা আশু উপায় স্থির করিলেন যে দামীর নিকট কোন দিবস শ্রুত আছি যে স্ত্রীগণেরা উপপতি প্রাপ্তি প্রীতি করিলে অত্যন্ত প্রীতি পান এবং উপপতি পতি অপেক্ষা অধিক স্নেহ প্রকাশ পূর্বক এই উপপত্নী দিগকে বণেই তাহা বসে। এবং সে রমণী স্বকান্ত ভিন্ন অন্য কাহে রতি সম্মুদান করেন তাহার বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা অত্যন্তরূপে সম্মাদন হয়। আর সেই পুরুষ যশ করিলে স্ত্রীগণেরা যেন স্বগম্য দর্শন পাইলেন। অতএব এই সকল বাপারে যে কি সুখ বাপার তাহা জামাত অগোচর। কিন্তু সেই বিরহিণীর পীড়া, দারিদ্র্য অজ্ঞান কৃতান্ত সম দুর্য্যন্ত বসন্ত পতি হইতে বৃষ্টি জামাত গোচর হইল। ইত্যালোচনা করত গৃহ ভেঁতে নির্ণত হইয়া ইতস্তত অবলোকন করিতে থাকিল। ছেন কালে সন্ধ্যার প্রাককালীন সেই গ্রামের গায়া কোটাল খাদিরাম সন্ধ্যার এই পথে গমন করিতেছিল। তখন যোহিনী এই কোটাল পুরুষকে দর্শন মাত্রেই ভাবিলেন যে কেন আর কালান্ত কালের নায় কন্দর্পের দর্পে প্রাণান্ত হই এই কোটাল রত্নকে যত্ন করিলে এই পাপ অরশরে অবসর পাইতে পারিব, সুতরাং ইহা ভাবিয়া এই গায়া কোটালকে হাসাননে দক্ষিণা উল্লাহ ও বক্স নেত্র চঞ্চল দৃষ্টি করত কহিতেছেন। হাঁগা ঘর শোভার দাদা

কঁকরার আমাদের বাড়ীতে এসনা গা। খুদিরাম কহিলেন কেননা। মোহিনী কহিলেক ওগো আমার একটি সুখী। আছে কোটাল পুত্র কহিলেন ভাল এই থানেই এসনাগা। মোহিনী কহিলেন সে অতি গোপন বৎস, ইহা লিয়া ঐ বন্ধাস্যে নগ্নন ভঙ্কিতে ইচ্ছিতে রঞ্জেতে স্তনদ্বয় সঙ্গার করিয়া পুনঃ অম্বরে সম্বরণ করিল অর্থাৎ দুগল দ্বন্দ্ব হইতে বজ্র হরণ করিয়া আবার আচ্ছাদন করিল। এখন ঐ পীনস্তনীর স্তনদ্বয় খুদিরাম দর্শনা মাত্র গাত্র গাহরিয়া যদন মাদনের মত্ততা পুযুক্ত চলো। চলো এই ক্য পুরোণে মোহিনী সহিতে কটিতে বাঁটতে পুবেশ ইল। পরে মোহিনী অমনি নির্জন পাইদা নিজ কালকে উঠিয়া কোটাল পুত্র সঙ্গে রঞ্জে ভঞ্জে দূতর ঘাসে পুগাঢ় আলিঙ্গনে যদন বাণ ছেদনাশ্তে অতি মৃতি কইলেন।

উষাচৌকর ।

শ্লোক ।

নজ্জিগাং মপিয় কশ্চিৎ পুয়োবাপি নবিদ্যতে ।  
গাবত্বং নিবারণ্য প্রার্থয়ন্তি নবং নবং ॥  
অর্থ । পশ্চিমেরা ইহাই কহিয়াছেন যে স্রীগণের পুয়ও কেহ নাই, পুয়ও কেহ নাই, যেমন গরু সকল নিতে নব নব ঘাস প্রার্থনা করে সেই রূপ নূতন পুরুষ স্রীগণের প্রার্থনা করে ।

এবং পুরুষও তদ্রূপ । পশ্চিমেরা কহিয়াছেন ।

শ্লোক ।

নাগ্নি স্প্যতি কাষ্ঠানাং নাপগানাং মহোদগেশ  
নাস্তকঃ সর্দভূতানাং ন পুংসাং বায়লোচনা ॥  
অর্থ । কাষ্ঠেতে অনল তপ্ত কভ নাহি হয়। নীচনা



মহীতে জলনিধি তৃপ্ত নয় ॥ পানিতে না হয় তৃপ্ত যত  
মহানর । পরাঙ্গনা পাপনে পুরুষ তৃপ্ত নয় ॥

এবং এই কবিতার অর্থ জীমিগের প্রতিও তারতম্য  
হয় তাহা গম্য হুন্দে মিবদ্ধ করিলাম ।

কাঠেতে অগ্নি তৃপ্ত হয় না নদীতে সমুদ্র তৃপ্ত হয় না  
নদস্রু আনিতেও যম তৃপ্ত হয় না পুরুষতে জীলোক  
তৃপ্ত হয় না ইত্যাদি ।

শ্লোক ।

সতঃ স্তম্ভশ্রুৎ কীর্তি যুতঞ্চ কামুৎ পতিঃ রতিলভঃ  
সামনঃ সূতানাং । বিহায় শীঘ্র বনিতা পরং  
মরং প্রবৃতি হীনং স্তম্ভ জাতি কপেং ॥

স্তম্ভধার কীর্তিমান সূন্দর বরণ । রতিবিজ্ঞ ধনবান,  
তরুণ যৌবন ॥ ছেন পতি তাজি স্তম্ভ কপ জাতি হীনে  
অকাতরে রতি দেন সকল জীগণে ॥ অতএব ইত্যাদি ।

পরে এই মোহিনী সারা নিশা নদমোহনসবে মত্ত  
হইয়া আস্তে মৃত্যুবৎ হইয়া খুদিরাম বাবুকে বিদা-  
দিলেন । তখন এইটুকু পতি কটাক্ষে শব্দে চটাইবার খুলি-  
কটাক্ষে পাদুকার সুনীতে বটাক্ষে বহিষ্কৃত হইয়া দ্রুত-  
গমন করিতেই আত্মাদে ভাসিতেই হাসিতেই ভাবিতে  
যে আ এপাড়ার মধ্যে লোচ্ছাতে আমি । মোর ক-  
প্তনে মেয়ে স্তম্ভে উপর পড়া হয়, রাতে কন মজা হ-  
গেছে তবু দাঁতে মিসি দিয়ে বাইনি ও নাথা ঘনি-  
টেছি কাটিনি, আঁখি চেরিনি, বাহউক মেয়ে মানুষ এ-  
কথায় বস করিতে পারি । কিন্তু বসায় দেব বোটা এ-  
উপরপড়া হলোনি । ভালো যাক দুদিন হতে হতে  
হুজা, এখন নৈতুন রসটা দিন কতক খেয়ে নিই ।

এই ভাবিতেই যাইতেই নাকি সুরে একটি টপ্পা গাই-  
তুছেন সে টপ্পা এই ।

তাল খেঁচটা । রাগ চণ্ডাল ।

ছোকরার পীরিতি চুকুরী তোরে দেখাবো ।

দুটো ধন্য ধরে মানের ঘরে চটপটে ঘা লাগাবো ।।

এইরূপ টপ্পাটি গাইতেই বাটী গমন করিলেন অন-  
ন্য বজনি যোগে এ কোটাল নাগর সওদাগর নাগরী  
আগাবে উপস্থিত হইয়া মাত্রে মোহিনী মহা সখে সুখী  
হইয়া কহিল ওহে প্রাণকায় এসো তোনায় না হেরে  
দেখে প্রাণ চিলনা ওহে তোনায় দর্শন করিতেই ও আবার  
পালকে প্রাণ ইহা শুনিয়া কোটাল বাবু কহিলেন তুমি  
আমার জন্য ভেবেছ, আমি নাগান, বাগান, আমবা-  
গান, কলসের গাটে, টপ । ইহার তাৎপর্য্য এই যে সুবর্তী  
পন বহির্দেশে গমন করিয়া সরোবর তটে গাত্র নাজ্জর  
করিতে ছিল তখন ঐ কোটাল বাবু তমিকটস্থ আমো-  
দানের মধ্যে প্রজ্জ্বল বেশে থাকিয়া নীর মধ্যে এক লোম্বি  
নিষ্ক্রেপ করিয়াছিল । এইরূপ বিবিধ আশোত্তরে হাস্য-  
ভঙ্গি রূতি কৌশলে যামিনী প্রভাত হইল ও খুদিরাম  
নামুর সেই পর্য্যন্ত বাটী যাওয়া ক্ষান্ত হইল । ক্রমে  
নিভার নিত্য দেবার উভয়ে নিমুক্ত হইল । অনন্তর  
মোহিনীর স্বামী সাধু পুত্র রূপধর দাসী কর্তৃক অপমান  
নত অভিমানে কেশ শূণ্য মস্তকে বাসাজ্জাদন পুরস্কার  
অর্থাৎ নেড়া মাথায় চাদর বান্ধিয়া প্রিকিং চলিতেছে ন  
এবং সুবর্তী কর্তৃক প্রভু সে যন্ত্রবানি পরিত্যক্ত ইত্যাদি  
দ শ্লোক তাহা মনে চিন্তা করিতেই দিব্যরসান লময়ে  
গৃহ নিকটস্থ হইয়া তাহাদের হাস্য পরিহাসাদির হাছা

কর অনিয়া বিদ্যায়াপন হইয়া প্রবাসে দ্বিগত  
করত ক্রোধে গরং ধরং কমিত কলেবর হইয়া অতিতে  
বাজিতে অবেশ করিয়া গহের দ্বার খোলা, গৃহেব দ্বার  
খোলা, এই বাক্য প্রয়োগে মন্তকে হস্ত দিয়া বসিলেন  
এবং ভাবিলেন যে রাজকন্যা যে যজ্ঞবাণি পরিত্যজা-  
নি শ্লোক পাঠ করিয়াছিলেন তাহার ফল আমি গুতা-  
কই পাইলাম । হায়ঃ আমার ভাৰ্যা অতি ধৈর্যান্বিত  
ছিল কেবল আমার পাগেই পিয়া পালিনী হইল ।  
আহা আমি কি কুলদ্বার জন্মিয়াছিলাম কুলদ্বার করি  
লাম এইরূপ বহুবিধ খেদোক্তি তে কতনত দীর্ঘ শাস  
পরিত্যাগ পুরসের অমার সংসারে গরাধ্যুখ হইয়া দশী  
২৫ আপনাকে মানিয়া হে পরমেশ্বরঃ জগদীশ্বর গজদ্বার  
অনাথ দীন হীনে রক্ষাংকুরু রক্ষাংকুরু ইত্যাদি দূর  
গমন বনগামী হইয়া সাধু সঙ্গ লইলেন ॥

সাপু সুতের সাধুসঙ্গ ব্যতীত উপরোক্ত সম্যক্ বৃত্তা-  
ন্তের তাৎপর্য্য এই যে পরজীতে আশঙ্ক হইলে স্বস্তীতে  
পর পুরুষ ভোগ করে আর পর পুরুষে স্ত্রীগণের অতি  
প্রীতি হয় এতাবলাস্ত্রী সন্ধিধে পুন্যব করিলে স্ত্রীগণের  
কুলদ্বার অতিক্রম করেন অর্থাৎ কুপৎগামিনী হইয়া  
সার কীরত বিদ্যারত্বৎ অতি যত্নে রাখিবন যেহেতু  
বিদ্যা পুত্রাক ব্যতীত পরজ্ঞ রাখিলে বিপক্ষবৎ হয়েন

অনন্তর ঐ সওদাগরের স্ত্রী উপপতি সহিত অতি  
নিম্নটেকে মদনোৎসবে থাকিলেন পরে একদা ঐ খুদি-  
দান ঘোহিনীর গলদেশে হস্ত সংলগ্ন পুরঃসর কাহিলেন  
যে পান আজ মোর পিঠে খেডে বড় ইচ্ছা গেছে  
মোহিন কাহিলেন সখা তার চিন্তা কি এক্ষণে প্রস্তুত করি

হা বলিয়া তূর্ণ তন্তুলাদি তূর্ণ করিয়া সৰু চাউল  
 লী আলি সঙ্কলি অর্থাৎ আস্কে ও গোমুন্দি শুভায়ে  
 অর্থাৎ ময়দা প্রভৃতিতে পুরী কচুরী পুপ অর্থাৎ লুচি  
 তাদি বিবিধ পিঠক পাকাশে পাত্ত পূর্ণ করিয়া এ  
 কোটাল পুস রাবুকে ভোজনার্থে সাদর পুরসসর সম্বোধ  
 ন করিতেছেন । এসোহে এসো বলি ও বর্ণচোরা  
 মনোচোরা এসোনা শুনিতে কি পাওনা । ইত্যুক্তি শ্রুত  
 পুদিরাম বাবু আক্সাদে অল্প টলং টলং খলং  
 আসাননে রসিকতা করিলেন । যে মোকে মনি চোরা  
 দেয় পাপাল বলিমা মুই পিঠা খাবুনি । মোহিনী  
 কহিলেন ছি ছি আশ একথাও বলে । এসোই আমি  
 তুমায় ভুলং খাওয়াই ইত্যুক্তে সে সকল কথা পাত্ত  
 কথা তাহা হস্তে লইয়া পুদিরাম বাবুর বদন বাদন  
 করিয়া গুসাপণ করিয়া মাজ পুদিরাম রামঃ শকে ৬৬  
 করিয়া ফেলিয়া কহিল । যা যা যা । তুই কি পেলে  
 পিঠা খাওয়াচ্ছিরের গন্ধে বাঁতেকনা যায় না মোদের  
 মোদের কাছ পিঠা গড়া শিখ আস্গে যা ।  
 মোদের মোকে জানিস্তো সেই চিনিবাসের মা, বাবু  
 মুই বাম দেখে কায়েত বায়ুনের মেয়েরা ধন্যঃ করে  
 দাবার শিখ বায়। মোহিনী এ সকল উক্তি শুনিয়া ঘৃণাক  
 র্তীত সে সকল পিঠক তাহা থালা ভরিয়া পুদিরাম বাবুর  
 সম্মুখে রাখিয়া কহিল । এইবার খাও দেখি আশ । পুদি  
 রাম বাবু কহিলেন মোকে তুলেং দে মুই হাঁ করি কিছু  
 এই ভোর কোলে মুখে পাবো লাফ। তাই ভাল বলিয়া  
 মোহিনী এ কোটাল পুস্তকে কোলে দোয়াইয়া পিঠক

খান্নাইতে লাগিল। পরে কোটাল বাবুরসিকতা করি-  
 সেন। হা হা মুই কেন হাশোনার কোলে কুসং দোলে  
 মোহিনী কহিলেন ছিছি আন অমন কথা কি বলিতেছাড়ে  
 খুদিরাম কহিল তুই বড় কানিস ভাল মানুষেরা ঠাকুর  
 দেবতার কথা নইলে ঠাট্টা ভাষা করা না, তোমা-  
 য়াৎ যেমন শুধু পেরান, পেরান, পেরান। এই কপ-  
 রস ভাষে ক্ষুধা নাশে পিষ্টক খুৎসন করিয়া আঁচমনাতে  
 পরাঙ্গাপরি উপবিত্তি পরসর কামদেবের ছমের ধূমে  
 বসে একে বাসযোগে নিপুণ হইলেন। পরে একদা দিব-  
 রসান সময়ে পবনের গমনাভাবে মৃকতর গুঁসা অশুভ  
 খুদিরাম বাবুকে মোহিনী কহিলেন যে আন সগা আ-  
 বাস ভাষে বায়ু বিনে আয়ঃ শেষ আর দেবিত্তেছি কঁকড়া  
 অপায়তি খুদিরাম বাবু কহিলেন তার চিত্ত বি-  
 ভ্রান্ত উপর চল। মোহিনী কহিলেন ছাতে যাইবার  
 মিতি নাই কি প্রকারে ছাতে যাইতে পারি। খুদিরাম  
 কহিলেন আচ্ছা আমি ফিকির করিতেছি। ইত্য-  
 রাত সংযোগে এক ফিফা বপন করিয়া অধাৎ শি-  
 খিয়া দাসু রমনীকে ডাঙাতে বসাইয়া আপনি কো-  
 উদ্যে বাসাদোপরি আরোহণপূর্বক উজ্জ্বলিত মছা-  
 মোহিনীকে উত্তোলন করিয়া আনন্দে রাত বিহা-  
 পবর্ত হইলেন। পরে আরোহণ কালীন ভারপ্রস-  
 তিত্ত মূর্তি বৃক্কন, হইয়া খুদিরাম বাবু পুৎ গতি-  
 পাপস মল্ল দিয়া নিম্নে আসিয়া কহিল। ছেদে দে-  
 রুটি এই শিকারিতে বসো আমি নীচের থেকে শিবে  
 গিয়া পনিটা টানি তা নৈলে আর অন্য উপায় নাই  
 মোহিনী কহিলেন সে কি গাণ ইহাতে যে আন ছাঃ

১। খুদিরাম বাবু কহিলেন দূর হুই বড় কানিস দাঁড়  
 আ কত পাতকোয়ার ঘটি ভোলা হর আর এ কচাঁ  
 স না নেং শিকের চাপ । মোহিনী এই মন কপ কোটা  
 হর বাক্যে বিশ্বস্ত হইরা বহুক্ষণে শিক্ষারোহণ করি  
 বিক্ষণে পরাভবে পতীত নাহে মন, পাতক ভরণ  
 মন করিলেন । স দেখা জনপ্রতি বারা তদন্তে বাক  
 নে খুদিরাম বাবুর প্রানদণ্ড হইল । অনন্তর অকাল  
 হী হইল যেমন কর্তা তেমন ফল অদৃশ্যই মোহ  
 হইল । তথাচোক্ত :

শ্লোক ।

এতিবৈসে দ্বিবিমাসে জিভিঃ পটেক জিভিঃ  
 কতুঃ কটীঃ পাপ পনোরি ইহব কল মনুভে ।  
 জঘ । পশ্চিৎ কটক তাহা কণিত পাড়ে জিভিঃ  
 পাপ কি পূণ্য তাহা কটক যে কল তাহা তিন জিভিঃ  
 তিন পক্ষে বা তিন মাসে জঘত তিন বহুসংস্কৃত  
 প্রাপ্ত হর ।

গীত । রাগিনী কঁকড়িট , ভাল হেকা ।

রমনী রমনে যদি এত সযতন , মনো ।

চেতন কপা রমনীরে কর আলিঙ্গন ।

কামিনী বক্ষত ফলে, লইবারে কর তপে, মদ, তপ  
 পদতপে, কেনরে লুতন । তপের বিফল ফলে, লোভি  
 দেরে চারি ফলে, চলরে সতসু মনে, করিতে রমন ।

বিচ্ছেদের অবাকারে, কিব সখ প্রেমকরে, কেন জ্ব  
 আরেং, হুই জ্বালাওন । তাই হোরে বলি আমি, সেই  
 প্রেম হুই প্রেমী, বিচ্ছেদের ছেদ যথা হুই সর্লক্ষণ ।

নীলকান্ত রসবতীর তত্ত্বজ্ঞানের উত্তেজিত।

গদ্য। এখানে নীলকান্ত স্বীয় রাজ্যে রসবতী সহিত  
কাল যাপন করত একদা রজনী যোগে স্বদ্বারা সমভি  
ব্যাহারে বিহারার্থে বাটীর পার্শ্ববর্তী কুলমাটবীতে গু  
গত হইলেন। পরে তথা মন্দ্য মারুৎ আলিঙ্গনে  
বিবিধ পুষ্পের গন্ধে ও মানা জাতি পক্ষির ধ্বনিতে  
স্বপ্নাকরের সুধাসিক্ত জ্যোতিতে উভয়ে ফুলধনুর শরা  
বার হইয়া রতি প্রভৃতি বিবিধ ক্রিয়ায় মনোভিনিবেশ  
করত নীলকান্ত স্বীয় প্রেয়সী প্রতি প্রস্তুত করিলেন  
যে যে পিনহুনি নিষ্কলঙ্ক সুচারু চন্দ্রমুখি এই ধর্মশাল  
নাগারে মানবগণের জন্য গৃহণ করিয়া কর্তব্য কি তাহ  
প্রাচার প্রকাশ করিয়া কহ দেখি। রসবতী কহিলে  
যে সদয়নাথ আপনার ঐশ্বর্যশক্তির অনুগৃহণে ও  
অধিনীর হ্রস্বপ শিক্ষা তদ্রূপানুসারে নিবেদন করিতে  
ছি। এই প্রিয় হে কান্ত শ্রবণে শ্রবণপাত করুন। মান  
বগণের কর্তব্য এই যে প্রথমে বিদ্যাধ্যয়ন করি  
হিতায়ে ধনার্জন করিবেক, তৃতীয়ে সেই ধন দ্বারা ধর্ম  
র্জন করিবেন ইহাতে চতুর্থে চতুর্বর্গ প্রাপ্তে পরমাত্মা  
পরম পূনঃ পরম্পর পরমেশ্বর সত্য করিতে পা  
রেন ইহার বিপরীত হইলে বিপরীত হওনের সম্ভাবনা

তথাচোক্ত। শ্লোক।

প্রথমে নার্জিতং বিদ্যা দ্বিতীয়ে নার্জিতং ধন

তৃতীয়ে নার্জিতং পুণ্য চতুর্থে কিং করিষ্যতি ॥

এতরূপে দক্ষতির বিবিধ প্রকার প্রশ্নোত্তর হই  
থাকিল পরে সেই উদ্যানের প্রান্তভাগে কোন পর

দৈব বজ্রতা উছারা শুবণ করিয়া তৎপথ গমনেচ্ছুক  
হিয়া কাল যাপনে নৈপুণ্য হইলেন :

পেরমহংসের বজ্রতা যাছা দম্ভতিবা শুবণ করিলা :

আসি তত্ত্ব :

ত্রিপদী । জীব তব কিবা ভ্রম, কব কিবা পারিশ্রম  
নব বিক্রম প্রতিভাছ । ক্রমেই তব ক্রমে, গানে কাল  
ন ক্রমে, তারোপায় কিবা করিয়াছ ॥ পরিজনগণ  
হ. পরিচাল করি রঞ্জে পরিণাম আছ পরিচরিত ।  
০২ মণ্ড হবি, জ্ঞানমগলয় হবি, তার চিত্তা কে লই-  
করি ॥ কবে বিচয়ের গর্ভ, বিষয় করিলে গর্ভ  
জন হতেছ দমন পবে । অন্তর্ভলে দিতাকর, তখন কি  
বাকর, দিতাকর নন্দনের করে । বাস সারাবরে তব,  
তেছে জনরব, আয়ুর্বাতি শোকে যড় করি । জল  
॥ জসাশয়, হৈল যেন মহাশয়, করে মায়া প্রাণ মণি  
ব । বাতি বিনা চতুর্দল, প্রভৃতি সহস্র দল, কল  
থাবে সখ হাবে । কমল হইলে ক্ষণ হাসি কাসায়  
হংসের বিহনে পুংস পাবে ॥ অতএব কন জীব  
পি হবে সজীব, যাচেতনে সচেতন কর । চৈতন্য  
হৈতে, যড় করি আত্মজেনে, সারিতে নারিবে  
তে কর ॥ উদক হইলে সঞ্চে, স্নমজল তব পক্ষে,  
ন পক্ষে সুদিন ঘটবে । মায়া জাল করি ছিন্ন, যেতি  
র ভিষয়, সদানন্দে তেলী অরতিবে ॥ কুপ পূর্ব  
বি কলে, কমেতে সহস্র দলে, হংস গিয়া হইবে প্রবে-  
। সেইকালে ধনি তারে, রাখিয়া মনি মন্দিরে, দিন  
প্রে ভাবিবে দিনেশ ॥ যড়চক্র করি ভেদ, যড়চক্রে  
কোদ, তাকেছ আশায় বত হও । সদা শরণ মনয়



করার নিদিধ্যাসন, নিতর অনুষ্ঠানে রও ॥ অর্গী  
এই সংসার, সার মাত্র সারাৎসার, পরাৎপর যা  
হন নিতা । থাকিয়া অতি নির্জনে, ভাব সেই নিরাঙ্কুর  
সত্য হইতে পাবে সত্য ॥ বেদাদি বড় দর্শনে, র  
সেই অনুেষণে, ব্রহ্মা বিষ্ণু আদি যত মুনি । ক  
সদা ভব চিন্তে, ভাবিয়া একান্ত চিন্তে, অচিন্তিত হ  
চিন্তামণি । জানাতীত জ্ঞানাতীত, বর্ণাতীত শব্দাতী  
দর্শাতীত আদি দৃষ্টাতীত । তথাচ যে সর্বব্যাপ  
জনপ্রতি সর্ব ব্যাপী, অস্তি বাক্যে জগত প্রতীত  
হইয়ে বিবেক নাস্তি, কেন কর নাহির, অস্তি বল না  
নচ কর । সজ্জন পালন নয়, যাহার ইচ্ছায় হয়, নি  
কর নিতা সেই বিড় । উদ্ভিজ্য আর ঘেদজ, অক  
আর বনজ, ভূতগান হয়ে অচেতন । মনুজ্ঞান  
নচে, গতি কবে পদব্রজে, চেতন হইতে অচেতন  
কর সজাব উদ্ভিজ্য, চেতন হইতে বীয়া, তথাচ গ  
বিহীন হন । ওকপ নাস্তিক গণ, গতিহীন হৈয়ে রন, এ  
তন ধর্ম্ম হইতে অচেতন ॥ অতএব চার বাক, কেবল অ  
বাক, বাক ধরে অবাক কি ফল । তাজ স্বন্দ নিরান  
এ যে কচ্চিদানন্দ, কেন কাল হরিছ বিফল ॥ ১৭  
অদ্বিতায় স্নান নিষ্করণ কিছু ত্রিগুণ, সর্বভূতে চতু  
দিতে ; সেই পুরুষ প্রধান, সর্ব জীবের নিধান, বি  
দিলেন বেদাদিতে ॥ যদি ভাব সেইজন, চতুর্ভুজ না  
রন, কিয়া তিনি গজানন হন । কিয়া তিনি সত্য  
কিয়া তিনি পঞ্চানন, কিয়া তাঁর চতুর্থ আনন ॥ ১৮  
তাঁর নাস্তি ভুজ, কিয়া তিনি বড় ভুজ, কিয়া তিনি  
অষ্ট ভুজ । কিয়া তিনি দ্বয় ভুজ, কিয়া তিনি দশভু

কিয়া তিনি অষ্টাদশ ভুজা ॥ কিয়া তিনি জলাকার,  
 কিয়া অগ্নি অবতার, কিয়া বায়ুঃ কিয়াই বা বম । কিয়া  
 তিনি জ্যোতির্ময়, কিয়া কাষ্ঠে লোটে হয়, কিয়া শীলা  
 হাবর জঙ্ঘম ॥ তবে শুন প্রত্যাভর, উতাদি হইলে পর,  
 নিত্যস্থ থাকেনা সেই নিতে । সাকার হইলে কার, অবশ্য  
 নাসেরে পায়, বিনাশ বর্তায় তবে সতে ॥ অতএব এ  
 বচন, অঙ্কের হস্তি দর্শন, অষ্টম নায়ের ন্যায় ন্যায় ।  
 কেন হও জ্ঞান হস্তা, কেশেতে ধরে নিয়ন্তা, মনে কর উক্ত  
 মীমাংসায় । আশ ইথে কর প্রেকা, দশম নায়ের বাক্য,  
 মীমাংসায় অতি বিচক্ষণ । যাঁহে আশ্র প্রাপ্তিগণ, পেয়ে  
 ছিল আশ্রয়ন, ভাব সেই মীমাংসা একগণ ॥ তাহু  
 যে কামেন, তাকর এবিদেশ, উত্তরাগা দেশে আশ্রয় লও ।  
 নৃপতিবে সর্ক সন্ধিগু, আশ্রিতে হইবে সন্ধি, কেন মায়া  
 নৃপতি দক্ষ হও ॥ ভাব সে পদার্থ পদ, অবশ্য পদ  
 পদ, গোপদ ভবের সিন্ধু হবেনা নিষ্কদ কালের গল  
 বিপদ হবে সগদ, পদেই মোক্ষ পদ লবে ॥ পরম  
 পরমানন্দে, পাইলে পরমানন্দে, সন্ধি হুচে হইবেরে উক্ত ।  
 অকান তিমির পাশ, অচিরে হইবে নাশ, প্রকাশ হইলে  
 জ্ঞানচন্দ্র ॥ অতএব সন্ধিগু, ভাব সেই নিরাঞ্জন, আদ্য  
 অন্তহীন বিনি হন । সার কৃপাবলোকনে, কটাদি যনুয  
 গণে, আচার বিহারে সখে বন ॥ দেখহ ততি কঠোরে,  
 লাগী আগির জঠবে, পায়েরে কত দঠর যন্ত্রণা । ভাবি  
 সেই নিরাঞ্জন, দেখে এই ত্রিভুবন, ক্রমে হয় ম'ফা  
 সংঘটনা ॥ নিরামিত আশ্রয়, প্রতিজ্ঞ হই হত,  
 স্নেহে বলে হৈল এত আশ্র । সুখে বঞ্চে দিন দিন, নাহি  
 ভাবে সেই দিন, যে দিনে গলাবে আগবাধু ॥ হেরিয়ে

শ্রীমৎস্ব স্বধামিনী, যেনে তার আমি মন্য, মান্য গণ্য হই  
 সর্বজন । কিন্তু তোরে হেরি দৈনা, আহা! তোমার  
 জন্য, যোগান সর্বদা সেই জন ॥ গর্বে করিয়া স্থাপিত,  
 ক্রমে করে অস্বাভিমান, কিবা তাঁর আশ্চর্য্য ব্যাপার ।  
 দেখে সর্ব প্রাণী, ভূমিষ্ঠ না হৈতে প্রাণী, পয়োধরে  
 খেয়ে পরোপার ॥ আর দেখে লক্ষ্য, অক্ষর হইতে  
 বক্ষ, তাহে পুনঃ শাখা দেখা যায় । ক্রমেতে হৈয়ে  
 মুকল, কত শত ধরে ফুল, পরে ফল ফলে যত ভায় ।  
 পরে সেই প্রতি ফল, পাইবারে প্রতি ফল, অক্ষর  
 করয়ে উৎপাদন । এইকপ ফের ফার, কপায় হইতে  
 ঐরা, সেই জন অগত কারণ ॥ আমি করি আমি হই,  
 হই বাক্যে হই, করে কেন লভিছ যন্ত্রণা । লয়ে বেদে  
 বিধান আপনারে মন্ত্র জ্ঞান, করে সেই যন্ত্রিণে ভাব-  
 না ॥ যদি দণ্ড কর মনে, আমার নিয়োগ বিনে, ক্রিয়া  
 নাহি হয় সমাপন ॥ কিন্তু ওরে মত মন, যে তব নিয়োগী  
 হন, যুক্তি সত্তা তাঁর অনুষণ ॥ সদা গ্রীবে সমসার,  
 যাবা ভাবে তাঁরে ভাব, অভাব হৈতেছ কেন ভাবে ।  
 বাস্তবে পরিবর্তে, কত বা ভ্রমিবে মতে, তত্ত্ব বিনে  
 তত্ত্ব নাহি পাবে ॥ পরি হই অহঙ্কার, ভেবে দেখে  
 কেবাকার, কোথা হৈতে এসে কোথা যায় । হইয়ে  
 যায় বক্ষ, সকলের হয় বাস, অবশেষে কান্দিয়া কান্দি-  
 য় ॥ দেখে সেই কিবা কাল, যেকালে ঘটিবে কাল, তখন  
 কিকাল বাজ হবে । পড়িয়া থাকিবে সব, পড়িয়া  
 থাকিবে সব, তাজিবেক আশ্র বক্ষ হবে ॥ যখন আসিবে  
 তার, কোণায় থাকিবে তার, যারা তব অতি প্রিয়  
 তার ॥ হইবেরে তার হারা, তারায় মিলাবে তার

সাই বলি তাঁর চিন্তাকর ॥ যথা বৃদ্ধি তথা হ্রাস, কল্পি-  
 ত অরশ্য নাশ, কভু নহে বিনাশ বর্জিত । কণ্ডু কুর  
 বন, সম পাত্রের জীবন, জীবনের বিষ্ম প্রায় স্থিত ॥  
 দ্বারে অস্থিত দেহ, স্থিতা স্থিত কল্প দেহ, পাথের  
 রের উপস্থিত । যেতে হবে সেই গ্রাম, যে গ্রামে  
 রম ধাম, হৈবে যবে এ গ্রাম বস্থিত ॥ অতএব সার-  
 ান, যতক্ষণ আছে জ্ঞান, কর বৈরাগ্য অভ্যাস । বিনে  
 নরাধমন, সদ্ধা সুখী হবে মন, তাজ দম্ব মোহ উপ-  
 াস ॥ যদি এই উপদেশ, মনেতে করিয়া ধ্বষ,  
 কৈলৈ আদেশ লঙ্ঘিবে । হনে কট নামা কপ, স্রী  
 এর স্তন কপ, কোন স্থানে নিন্তার না পাবে ॥ দেখ  
 ই মনগিরি, অগ্নে হৈয়ে বিন্দুগিরি, অহঙ্কারে পরি-  
 াস ॥ তুমি গায় অর্গোপরি, হইয়ে সূর্য্যের অরি, গতি  
 ক করণাকাজক্ষায় ॥ পরে দেখ দপহারি, অগস্ত্য হইয়ে  
 রি, গরু শব্দ করিল অচির । পাষে স্তন অভিমান,  
 জায় পলায়ে যান, সরোবর নীরে ধিরে ॥ তাশুয় পায়ে  
 দক হইল পদ্য কোরক, তথায় দেখে চমৎকার ।  
 ারি ভোপে দিবা কর, প্রকাশিয়া ধরকর, হৃদয় বিদীর্ণ  
 র তার ॥ তাচে পন দর্পচারি, মৃত্যুরে মৃত্যি বরি,  
 কড়ি সব খণ্ড করি । দুষ্কর দেখিয়া, স্তন, মনে করিল  
 চপন, আর থাকা নহে সরোবরে ॥ অতি নীচ জলা-  
 য, নীচের করে আশুয়, দেক করে ভেক মলক্ষণ । নীচ  
 ান হৈলে বাস, অবশ্য ভদ্রত্ব নাশ, উক্ত আছে পণ্ডিত  
 ণ ॥ অতএব নীচাশুয়, পরিত্যাগ যোগ্য হয়, উপ-  
 ক উচ্চের আশুয় । এতক ভাবি অচিরে, আরোহিয়া  
 ি শিরে, স্তনকুম্ব করি কুম্ব হয় ॥ কিহু তথা সেই

সূর্য্য: প্রকাশিয়া স্বীয় বীর্ষ্য, করি কুহকতে জ্বালাতন  
 দর্পহারি পুনরায়, হস্তিপান চেয়ে তায়, কঙ্কশ প্রহাণ  
 মরিকণ ॥ করি শিরে জ্বালাতন, চেয়ে ভারিলেন শু:  
 ছায়াং পাঠিব কোথায়। মথার গগন করি, মজের ক্ষেপ  
 অবি. পারসে হেরি অনুপায় ॥ এত ভাবি কুচবু.  
 ডাঙা করি কবি কুভু, নারী বন্ধে করিল গমন। অতঃ  
 পুরুষ কর, চেয়ে সেই দিবাংকর, অরি ভাবে করয়ে মদ  
 ন। দর্পহারি পুনরায়, চেয়ে অরোধ কুমার  
 দংশন করয়ে মদা দন্তে। অতএব অচাকার  
 করিলে নাতি নিম্ভার, অরশা ভোগিবে আদ্য অন্তে  
 তাই বলি রাজ বঙ্গ, করি সাধু মঙ্গ, অনির্বচনীয়  
 চিত্তে। কতক দিন দিন, তাহাতে হইলে লীন, অতঃ  
 নির্দোষ চেয়ে অন্তে। পুনঃ এই ভবে, আর না থাকিবে  
 হবে, আর না করিতে হবে দম। আর না থাকিবে জা  
 আর না থাকিবে রাস, আর না থাকিবে নিরানন্দ  
 আর না থাকিবে বাস, আর না থাকিবে শাস, আর  
 থাকিবে অহঙ্কার। আর না থাকিবে ক্রেশ, আর  
 থাকিবে শ্রেম, আর না থাকিবে পারাপার ॥ আর  
 থাকিবে জাশু, আর না থাকিবে শ্রুহ, আর না থাকি  
 দাচানল। আর না থাকিবে লোভ, আর না থাকি  
 ক্ষোভ, আর না থাকিবে চলাচল ॥ অবশ্য নিশি  
 চবে, অবশ্য নিশিচল পাবে, চিন্তে চেয়ে এক দি  
 কেন কালের অধীন, চেয়ে ভাব দিন দিন, করি ম  
 নের তত্ত্ব ॥

দীত। রাগিনী সুরট যোজার। তাল ধিনে তেতাল  
 অধীনে থাকিবে কত আর। মনঃ আদার ॥

কত ক'র দিবে বারে বার, তবে সাধান হইতে সাধ  
সে নাকি হোয়ার ।

কল মন বিবো কবে করে সেনাপতি । সমর তরঙ্গে  
নিজ শক্তি বধে সার্থি । তবে বিপুলেশ দুঃখ সঙ্কতি,  
কলমের লাইবে রাজ্য নিজ অধীকার ।

কত রানিরা বারোশ্রবী । ভাল হও  
কলমের দামে নিতর্কনে, ভাব সেই নিকার নিদি  
কত নিতর্ক ।

কলমের লাইবে রাজ্য, তবে এতে দেখি সমুদয়, প্রকা  
কলমের লাইবে রাজ্য, তবে এতে দেখি সমুদয় ।

চলি প্রথম সপ্তাহে ।





## শুদ্ধি পত্র ।

পত্র ।	পংক্তি ।	অশুদ্ধি ।	শুদ্ধি ।
১৪	১৮	নিষ্কারণ	নিঃসরণ
১৮	৮	বিস্মাশে	বিশ্বাসে
২০	২২	এবাস্থে	এ বাসে
১০	১১	কণ্ঠের	কণ্ঠেব
১১	১৩	সচেতন	সচেতন
২১	২১	বিক	বিক
২২	৮	উরুপারে	উরুপারে
২৩	১	অনন্তসঙ্গে	অনন্তসঙ্গ
২৪	২১	করিয়	কইয়া
২৫	২৩	উৎস	উৎস
২৬	৮	মুগ্ধ	মুগ্ধ
২৭	১	গুহ	গুহ
২৮	১৫	বিকল	বিকল
২৯	৩	দস্তাবেজ	দস্তাবেজ
৩০	১১	দস্তাবেজ	দস্তাবেজ
৩১	২১	অসম্পূর্ণ	অসম্পূর্ণ
৩২	১০	স্বাস	স্বাস
৩৩	১০	কৃষ্ণ	কৃষ্ণ
৩৪	১৩	শূল	শূল
৩৫	১১	নয়নানন্দ	নয়নানন্দ
৩৬	৩	পরিবার	পরিবার
৩৭	১৮	নয়	নয়
৩৮	১২	পলম	পলম



शुद्धि पत्र :

পত্র । পংক্তি ।

अनुसू

২৫ . তাজি মগমদ বৃত্ত, মগমদে করি তদ্বৃ.  
বসালি করলো বসবত্তা।

দুষ্কিনিস দ্বিগে প্রিচে, করাত হে দিস প্রিয়ে,  
নেত্রের বিকার বন্ধি আতি ।

可也。

কেন না এসে সব দগ যদে করে তব.  
বদান কদমো রসবতী।

পুনর্জন্ম হিঁদু আশ, করি আমি বিব পায়  
নেত্রের চিকার বজ্র ক্ষতি ॥





